NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ '...ভালবেসে মিটল না আশ, কুললো না এ জীবনে'

ক্লাস চলাকালীন ছাত্রীর গলা কাটায় অভিযুক্ত প্রাক্তন ছাত্র ৫

কলকাতা ২৬ জুলাই ২০২৪ ১০ শ্রাবণ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.7.2024, Vol.18, Issue No. 47 8 Pages, Price 3.00

উত্তরবঙ্গ বিতর্কের মাঝেই বাংলা ভাগ চাইলেন নিশিকান্ত

নজরে মালদহ-মুর্শিদাবাদ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই: 'উত্তরবঙ্গ' বিতর্কের মাঝেই এবার 'বাংলা ভাগ' চাইলেন ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে! লোকসভায় এদিন তিনি নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন। আর তাতেই বেশ 'অস্বস্তিতে' পড়েছে গেরুয়া শিবির। নিশিকান্ত লোকসভাতেই বাংলা ও বিহারের পাঁচটি মুসলমান প্রধান জেলা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের দাবি তুলেছেন।

সুকান্ত মজুমদার বাংলা ভাগ না চাইলেও উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে জোড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন বুধবার। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে প্রস্তাব জমা দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত। তা নিয়ে তৃণমূলের তরফে তোলা 'বাংলা ভাগের চক্রান্ত' অভিযোগে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেই নতুন করে অস্বস্তি বিজেপির। এ বার ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ লোকসভায় নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'জনবিন্যাসের ভারসাম্য' বজায় রাখার কারণ দেখিয়ে বাংলার মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করে দেওয়া হোক। সেই সঙ্গে বিহারের কিষাণগঞ্জ, অরারিয়া এবং কাটিহার জেলাকেও ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্তর্গত করা হোক।

দাবিদার ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত। প্রসঙ্গত, এই নিশিকান্তই প্রথম কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে 'অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন' করার অভিযোগ তুলেছিলেন। যার জেরে গত লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত হতে হয় মহুয়াকে।

বৃহস্পতিবার লোকসভার জিরো আওয়ারে বাংলা ও বিহারের উল্লিখিত জেলাগুলিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কারণে জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন নিশিকান্ত। সেই সঙ্গে দাবি করেন, 'ওই জেলাগুলিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করে এনআরসি কার্যকরের উদ্যোগ নিক কেন্দ্র।' তিনি দাবি করেন, তাঁর রাজ্য ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী জনসংখ্যা ১০ শতাংশ কমে গিয়েছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে আদিবাসী মহিলাদের বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন নিশিকান্ত। তিনি বলেন, 'আমি সাঁওতাল পরগনা থেকে এসেছি। যখন বিহার থেকে ভেঙে ওই এলাকাকে ঝাড়খণ্ডে যুক্ত করা হয়, তখন আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল ৩৬ শতাংশ। এখন তা ২৬ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। এটা হয়েছে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির কারণে। জেএমএম সরকার কোনও পদক্ষেপ না করায় আমাদের এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।'

ওই অভিযোগের পাশাপাশিই নিশিকান্ত বলেন, 'মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ থেকে লোক এসে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার চালাচ্ছে। ঝাড়খণ্ড পুলিশ কোনও কাজ করছে না। আমার অনুরোধ মালদহ, মুর্শিদাবাদ, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ এবং কাটিহার নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করা হোক। নইলে হিন্দু আর থাকবে না। এনআরসি চালু করুন। কিছু করতে না পারলে আগে কমিটি পাঠান। ধর্মান্তরণ এবং বিবাহের ক্ষেত্রে অনুমতি বাধ্যতামূলক করা হোক।' তাঁর বক্তব্যে বাংলার তৃণমূল সরকারের নামও টেনে আনেন নিশিকান্ত। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ সুনিশ্চিত করতে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ মালদহ ও মুর্শিদাবাদে গ্রামের পর গ্রাম খালি করে দিচ্ছে।' একই সঙ্গে তিনি জানান, তাঁর বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হলে তিনি পদত্যাগ করতেও তৈরি।

সুকান্তের মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের পরে সরাসরি রাজ্যের দুই জেলা সম্পর্কে নিশিকান্তের এমন প্রস্তাবের নিন্দায় সরব তৃণমূল। দলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'বিজেপি বাংলায় কিছু করতে পারছে না। হারাতে পারছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সে কারণেই এ সব করছে। জঘন্য কথা সব! নিশিকান্ত দুবে যা বলছেন, এর চেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক কথা আমি শুনিনি। এমন চললে তো দেশে আর একটা পাকিস্তান হয়ে যাবে! আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করব।' সুকান্তকেও আক্রমণ করে সৌগত বলেন, 'সুকান্ত বলছেন, উত্তরবঙ্গকে আলাদা করতে হবে। ইনি (নিশিকান্ত) বলছেন, মুসলিম জেলাকে আলাদা করতে হবে। এগুলো বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত। আমরা এ সব হতে দেব না।'

রাজ্যে ফের গণপিটুনিতে মৃত্যু, ময়নাগুড়িতে খুন কংগ্রেস কর্মী

গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের গণপিটুনিতে মৃত্যু রাজ্যে। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে এক কংগ্রেস কর্মীকে গাছে বেঁধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শেষ খবর পর্যন্ত তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি-সহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও কয়েক জনের নাম রয়েছে অভিযোগপত্রে। তাঁদের খুঁজছে পুলিশ। তবে ঘটনাটিতে রাজনীতির যোগ নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। পুলিশের দাবি, প্রতিবেশীদের মধ্যে পুরনো গোলমালের জেরেই এই হত্যা।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম মানিক রায়। তিনি ময়নাগুড়ির সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী। খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। মানিকের স্ত্রী জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরেই তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের ঝামেলা চলছে। তাঁদের ভয়ে মানিক পরিবার নিয়ে পাঁচ বছর শিলিগুড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পরেই এই ঘটনা। মানিকের স্ত্রীর কথায়, 'আমার স্বামী নদী থেকে বালি তুলতে বাধা দিয়েছিল। ওরা আমাদের জমি দখলেরও চেষ্টা করে। পাঁচ বছর ধরে আমাদের জমি দখল করতে চাইছিল তৃণমূল কর্মীরা, তা নিয়ে অভিযোগ হয় ময়নাগুড়ি থানায়। সেই অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য আমাদের চাপ দেওয়া হতে থাকে। আমার স্বামীকে তৃণমূল করার জন্যও চাপ দেওয়া হত। বলত, এলাকায় থাকতে হলে তৃণমূল করতে হবে।' স্থানীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি থেকে গত রবিবার পরিবার নিয়ে ফিরেছিলেন মানিক। তার পর আবার তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, বুধবার রাতে মানিককে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যান তৃণমূল কর্মীরা। গাছে বেঁধে তাঁকে মারধর করা হয়। ভোরে মৃত্যু হয় মানিকের।

এই ঘটনায় দুই মহিলা-সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের স্ত্রী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতিও। বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

জলপাইগুড়ির এসপি খণ্ডবহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বৃহস্পতিবার সকালে মৃতের স্ত্রী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাতে জানানো হয়েছে, বুধবার রাতে একই এলাকার কয়েক জন ব্যক্তি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে পুরনো শত্রুতার জেরে তাঁর স্বামীকে মারধর করেন। পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে এবং ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসে। ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় নারায়ণ রায়, রাজকুমার রায়, মিঠুন দাস, দিলীপ রায়, আমন দাস, উত্তম রায়, মাধব রায়, বাপ্পা রায়, সবিতা রায়ের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

তবে এই ঘটনাটিকে রাজনৈতিক কারণে খুন বলে মনে করছে না পুলিশ। তাদের দাবি, প্রতিবেশীদের সঙ্গে পুরনো বিবাদের জেরেই এই হত্যা। ওই এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে বিবাদ চলছিল। তবে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফর পিছিয়ে গেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ মুহূর্তে দিল্লি সফর বাতিল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁর দিল্লি রওনা হওয়ার কথা ছিল। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবারের বদলে আজ দিল্লি যাতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৭ জুলাই তাঁর নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা। এই আবহে শেষ মুহূর্তে সফর বদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে কেন এদিন দিল্লি গেলেন না মুখ্যমন্ত্রী, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, যেহেতু শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ বাতিল হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তাই দিল্লি যাওয়া পিছিয়ে দিয়েছেন মমতা। বলা বাহুল্য, শুক্রবার দিল্লিতে রয়েছে দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক। তা ছাড়াও দিল্লিতে বিরোধী শিবিরের কয়েকজন নেতানেত্রীর সঙ্গেও তাঁর দেখা করার কর্মসূচি ছিল। তার পরে শনিবার ছিল নীতি আয়োগের বৈঠক।

উল্লেখ্য, এর আগে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেননি মমতা। এবারেও তিনি নিজে সেই বৈঠকে যোগ দিতে চাননি। পরিবর্তে নিজের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র অথবা রাজ্যের কোনও মন্ত্রীকে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নীতি আয়োগ অনুমোদন করেনি। বলা হয়েছিল, গভর্নিং কাউন্সিলের এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীকেই উপস্থিত থাকতে হবে। সেই মতো এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করেছে স্ট্যালিন ও অন্যান্য বিরোধী শিবিরের মুখ্যমন্ত্রীরা। এই আবহে মমতা ওই বৈঠকে একা যাবেন কিনা সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে

নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদনী: নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে অধ্যাপক নিয়োগে ইন্টারভিউ বাতিল করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, বিকাশ ভবনের মৌখিক নির্দেশেই বন্ধ হয়েছে ইন্টারভিউ। সূত্রের খবর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক বিভাগে অর্ধেকের বেশি সংখ্যক অধ্যাপক নেই।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে ইন্টারভিউ হওয়ার কথা ছিল। ৪৭ জন ইন্টারভিউ দিতে আসতেন। কিন্তু রাতারাতি বিকাশ ভবনের মৌখিক নির্দেশে সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, ইন্টারভিউ বাতিল করা হল। বিকাশ ভবন কেন এই মৌখিক নির্দেশ দিল, তা নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে দেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাতে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে ২ টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে বলে জানানো হয়। ৬০ জন আবেদন করেন। তাঁদের মধ্যে ৪৭ জনকে যোগ্যতার মাপকাঠি মেনেই সংশ্লিষ্ট পদের জন্য 'শর্ট লিস্ট' করা হয়। দূরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও অধ্যাপকরা এসেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার আশা নিয়ে। অনেকে আগেরদিনই কলকাতায় চলে এসেছিলেন। রাতারাতি ইন্টারভিউ বাতিল হওয়ায় বিরক্ত তাঁরাও।

প্রসঙ্গত, গোটা রাজ্যে একটি মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে নিয়োগ। সে চাকরি ক্ষেত্রে নিয়োগই হোক কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়েও। রাজ্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজেই অধ্যাপকের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বিকাশ ভবনের রাতারাতি নির্দেশ দেওয়ার এহেন দৃষ্টান্তে এই প্রয়োজন কবে মিটবে বা কী ভাবে মিটবে তা নিয়ে ধন্দে শিক্ষাবিদ থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

নতুন করে প্রকাশিত নিট-ইউজি-র ফল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই: সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পর বৃহস্পতিবার ডাক্তারির প্রবেশিকা (নিট-ইউজি) পরীক্ষার সংশোধিত ফল প্রকাশ করল পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। পদার্থবিদ্যায় একটি প্রশ্নের উত্তর ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। ওই প্রশ্নে আপাত দু'টি উত্তরই সঠিক ছিল। দুই নম্বর বিকল্প ও চার নম্বর বিকল্প, উভয়ই সঠিক হওয়ায় উভয় উত্তরেই নম্বর দেওয়া হয়েছিল। তবে মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট দেখে জানিয়ে দিয়েছে, ওই প্রশ্নে একটি উত্তরই সঠিক। চার নম্বর বিকল্পের উত্তরটিকে সঠিক বলে বিবেচনা করা উচিত বলে পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সেই মতো বৃহস্পতিবার সংশোধিত ফল ও মেধাতালিকা প্রকাশ করল এনটিএ। প্রসঙ্গত, যে প্রশ্নটি ঘিরে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, সেটিতে উত্তর বাছার বিকল্পগুলির মধ্যে দু'টি বিকল্প 'সঠিক' আসছিল। এনসিইআরটি-র দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ের পুরনো সংস্করণ অনুযায়ী দুই নম্বর বিকল্প ঠিক ছিল। চার নম্বর বিকল্পটি নতুন সংস্করণ অনুযায়ী সঠিক ছিল। ফলে ওই দু'টি বিকল্পের ক্ষেত্রেই নম্বর দেওয়া হয়েছিল পরীক্ষার্থীদের। তবে মঙ্গলবার বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, চার নম্বর বিকল্পটিই সঠিক। কারণ, সেটি এনসিইআরটি-র নতুন সংস্করণের পাঠ্যবইতে উল্লেখ ছিল।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পরই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়ে দিয়েছিলেন, দু'দিনের মধ্যে নিট-ইউজি পরীক্ষার সংশোধিত ফল প্রকাশ করা হবে। সেই মতো বৃহস্পতিবার নতুন করে পরীক্ষার ফল ও মেধাতালিকা প্রকাশ করল পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা।

বাজারে অমিল আলু

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশাসন এবং বিক্রেতাদের দাবি, বুধবার সন্ধ্যায় ধর্মঘট উঠলেও হিমঘর থেকে আলু এখনও বাজারে এসে পৌঁছয়নি। তা পৌঁছলে আলুর দাম কমবে বলেই মনে করছেন পাইকারি এবং খুচরো ব্যবসায়ীরা। কোথাও ৪০ টাকা, কোথাও ৪৫ টাকায় বৃহস্পতিবারও বিক্রি হল এক কেজি জ্যোতি আলু। চন্দ্রমুখী আলুর দাম তার থেকে একটু বেশি। দক্ষিণ দিনাজপুরে স্থানীয় ভাবে যে আলু চাষ হয়, তার দামও কমেনি। ক্রেতাদের বড় অংশের দাবি, আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট উঠে গেলেও তার প্রভাব রাজ্যের বাজারে খুব একটা পড়েনি। প্রশাসন এবং বিক্রেতাদের দাবি, বুধবার সন্ধ্যায় ধর্মঘট উঠলেও হিমঘর থেকে আলু এখনও বাজারে এসে পৌঁছয়নি। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শুক্রবারের মধ্যেই সমস্ত বাজারে আলুর জোগান স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তার পর আলুর দাম কমবে বলেই মনে করছেন পাইকারি এবং খুচরো ব্যবসায়ীরা। আশায় বসে রয়েছেন ক্রেতারা।

বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি নিয়ে বড় ঘোষণা হাওয়া অফিসের। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী সাত দিনে স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির পূর্বাভাস রয়েছে। তার জেরেই হতে পারে লাগাতার বৃষ্টি। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস বলছে, এই সময়কালে উত্তরবঙ্গে স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টি হতে পারে।

নতুন নামকরণ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই: রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সরল ঔপনিবেশিকতার 'চিহ্ন'। বৃহস্পতিবার সেখানকার দুটি হলের নাম পালটে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দরবার হল এবং অশোক হল- এই দুই ভবনের নতুন নাম দেওয়া হল এদিন। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে বলা হয়, ঔপনিবেশিক প্রভাব সরিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্যই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

প্রবল বৃষ্টিতে বানভাসি পুণেতে উদ্ধারকাজে নামানো হল সেনা

পুণে, ২৫ জুলাই: বানভাসি পুণেতে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) পাশাপাশি উদ্ধারকাজে নামল সেনাও। শুক্রবার পর্যন্ত পুণে, রায়গড়, পালঘর এবং মুম্বইয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। পুণের বহু এলাকা জলের নীচে চলে গিয়েছে। জলমগ্ন এলাকাগুলিতে আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে পুণেতে। শহর ছাড়াও শহরতলির ভেলা, মুলশি, ভর-সহ বেশ কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টি হওয়ায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। নিচু এলাকাগুলিতে জল ঢুকে পড়ায় সেখান থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। পরিস্থিতি আরও বিগড়েছে খড়কভসলা বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে। ৩৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়ায় মুথা নদী বিপদসীমা ছাড়িয়ে বসতি এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এমনই জানিয়েছেন জেলাশাসক সুহাস দিওয়াসে। ইতিমধ্যেই শহরের স্কুল এবং কলেজগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছে প্রশাসন।

বৃহস্পতিবারই নিম্বজানগর এলাকা থেকে ৭০ জন বাসিন্দাকে উদ্ধার করে দমকল। এনডিআরএফও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় সেনা ডাকতে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে জানিয়েছেন, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। জলমগ্ন এলাকাগুলিতে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল, পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন। পাশাপাশি উদ্ধারকাজে ডাকা হয়েছে এনডিআরএফ এবং সেনাকেও। পুণের একতানগরে আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে সেনা এবং এনডিআরএফ।

সিংহগড় রোডের অবস্থা ভয়াবহ। সেখান থেকে ৪০০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। সিংহগড় রোডে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে সেনা। মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে জানিয়েছেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সব রকম ভাবে প্রস্তুত। প্রয়োজনে 'এয়ারলিফ্ট' করা হবে পুণের বাসিন্দাদের। ভারী বৃষ্টির জেরে মালিন-কুম্ভেওয়াড়ি রোডে ধস নেমেছে। ওয়ার্জের তপোধাম থেকে আরও ৫০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার পুণের পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেছেন। পুণের জেলাশাসক জানিয়েছেন, শহরের সমস্ত পর্যটকস্থল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মুম্বইয়ের আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা সুনীল কাম্বলে জানিয়েছেন, মুম্বই, পালঘর, থাণে এবং রায়গড়ে আগামী ২৪ ঘণ্টা ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। এই জেলাগুলিতে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৪০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Nazrul ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mohammad Taiyab Nazrul ও Md. T. Hussain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯২৯৫ নং এফিডেভিট বলে Supriya Kumar Dutta S/o. Sakti Pada Dutta ও Supriya Kr. Dutta S/o. S. P. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭০১৮ নং এফিডেভিট বলে Barun Kumar Patra S/o. Bankim Chandra Patra, Barun Kr. Patra S/o. Bankim Patra ও Barun Patra S/o. Bankim Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম খারিজ

শ্রী মনসা মাজি মহাশয় ও শ্রীমতী নেবু মাজি, শ্রীমতী সাবিত্রী বাগ, শ্রীমতী অঞ্জলী বাগ মহাশয়াগন ইংরাজীর ০৮/ ০৯/ ২০১৫ তারিখ হইতে শ্রী সুশান্ত নস্কর মহাশয়াকে ০৮৭০/ ২০১৫ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে, বর্তমানে শ্রী সুশান্ত নস্কর মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন দলিল বলে বহু ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

* মৌজা-জয়পুরবিল, জে.এল.-১৩, হাল এল.আর. দাগ নং-৪২৫।

নাম খারিজ

শ্রীমতি মনিমালা নস্কর ওরফে শ্রীমতি মনিমালা কয়াল, দীং মহাশয়াগন ইংরাজীর ০৬/ ০৬/ ২০০২ তারিখে শ্রীমতি মায়ারাণী কয়াল মহাশয়াকে ৩৬৩/ ২০০২ নং. পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে, বর্তমানে মায়ারাণী কয়াল ভিন্ন ভিন্ন দলিল বলে বহু ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

* মৌজা-জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল এল.আর. দাগ নং-২০৬৯, ২৪৮৯, ২৮০৪, ১৬৮৮, ১৬১৩ ও ২৮২২।

NAME CHANGE

I, Ruchira Bandyopadhyay W/O Rana Bandyopadhyay of 46/7B, Sati Apartment Ballygunge Place, Kolkata-700019 that after marriage my name changed from Ruchira Chtterjee to Ruchira Bandyopadhyay, as declared before the Judicial Magistrate (1st Class), Kolkata vide affidavit No. 2954 Dt.19th July 2024. Ruchira Bandyopadhyay and Ruchira Chtterjee are one and same identical person.

নাম খারিজ

কুন্ডু মারকেট প্রাঃ লিঃ নামক কোঃ ইংরাজীর ০১/০৩/২০০৩ তারিখে সুজন ধর মহাশয়কে ১৭৯৯ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে এবং কুন্ডু মারকেট প্রাঃ লিঃ নামক কোঃ বালি নিবাসী নন্দ দুলাল ঘোস মহাশয়ের কাছ থেকে ডি এস আর সারান, বিহার অফিসে ১৮/০৬/২০০৭ তারিখে ৬৩০৬ নং পাওয়ার দলিল দ্বারা ও বালি নিবাসী সন্তষ কুমার ঘোস মহাশয়ের কাছ থেকে হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে ৪৫০/ ২০০৭ নং পাওয়ার দলিল দ্বারা জমি ক্রয় করিয়াছেন, বর্তমানে সুজন ধর মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন দলিল বলে বহু ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন তারা নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

* মৌজা-বালি, জে.এল.-১৪, হাল দাগ নং-২৫২৬।

নাম খারিজ

মোস্তারি বেগম দীং মহায়শাগন ইংরাজীর ২০/ ০৩/ ২০২৩ তারিখে ০২৫৭৯ নং ও ০২৫৮০ পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ওবায়েদ হোসেন মল্লিক ও সাহেনলা মোল্লা কে, হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে, বর্তমানে ওবায়েদ হোসেন মল্লিক ও সাহেনসা মোল্লা দলিল বলে রব্বান সেখ ও জরিনা বেগম কে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

* মৌজা-একসরা, জে.এল.-০৪, হাল দাগ নং-৮৭৮।

নাম খারিজ

মানিক মাঝি দীং মহাশয়গন ২৩৬৬/২০২২, ৩৪৪ /২০১৪ ও ২৩৯৫/২০২২নং পাওয়ার দলিল দ্বারা ও বালি নিবাসী রানা দাস, সমীর মাঝি ও প্রবীর মাঝি মহাশয়গনদের পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে, বর্তমানে রানা দাস মহাশয়গন দীং ভিন্ন ভিন্ন দলিল বলে বহু ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন তারা নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

* মৌজা-বালি, জে.এল.-১৪, হাল দাগ নং-৩১।

নাম খারিজ

মহাদেব মন্ডল ও মোহন্ত মন্ডল, মহাশয়গন ইংরাজীর ২৪/ ১১/ ২০০৪ প্রদীপ নস্কর মহাশয়কে ৭৬০ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন প্রদীপ নস্কর মহাশয়কে হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে, বর্তমানে প্রদীপ নস্কর মহাশয়গন ভিন্ন ভিন্ন দলিল বলে বহু ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

* মৌজা-দেবীরপাড়া, জে.এল.-০৩, হাল দাগ নং-১১৯৭।

নাম খারিজ

মোস্তারি বেগম দীং, বাঁকড়া, ডোমজুড়, হাওড়া নিবাসী মহাশয়াগন ২০/০৩/২০২৩ তারিখ একসরা লিলুয়া নিবাসী সাহেনসা মোল্লা মহাশয়কে, হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে ০২৫৮০ নং আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, উনি ৯২২৮/ ২০২৩ নং দলিল বলে জমি বিক্রয় করিয়াছেন, ক্রেতা এই সময় দলিল বলে নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, অতএব, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

* মৌজা-একসরা, জে.এল.-০৪, হাল এল.আর. দাগ নং-৮৭৮।

নাম খারিজ

শ্রী শুভ নস্কর ও শ্রী অরবিন্দ নস্কর দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ২৬/০২/২০০৪ তারিখ হইতে শ্রী পার্থ ঘেউর ও শ্রী প্রেমনাথ ঘেউর মহাশয়গণকে ১৪২/ ২০০৪ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে, বর্তমানে শ্রী পার্থ ঘেউর ও শ্রী প্রেমনাথ ঘেউর মহাশয়গণ ভিন্ন ভিন্ন দলিল বলে বহু ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। তাহারা এই সময় দলিল বলে নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, অতএব, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

* মৌজা-দেবীরপাড়া, জে.এল.-০৩, হাল এল.আর. দাগ নং-১৩৯৬।

নাম খারিজ

শ্রী রহমত খাতুন, দীং গন ইংরাজীর ১৯/ ০৯/ ২০২৩ তারিখ হইতে হামিম সর্দ্দার মহাশয়াকে ডি. সাব. রেজিষ্ট্রী-১ হাওড়া অফিসে পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, রেজিষ্ট্রীকৃত যাহার বুক নং-১, ভল্যুম নং-০৫০১-২০২৩, পাতা ১৪৫৮৬৫ হইতে ১৪৫৮৭৯, বিয়ং নং-০৫০১০৪৫৮২, বর্তমানে হালিম সর্দ্দার মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন দলিল বলে বহু ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

* মৌজা-এসকরা, জে.এল.-০৪, হাল এল.আর. দাগ নং-৯০৫।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৭৯৫ নং এফিডেভিট বলে Anjan Jana S/o. Biswanath Jana ও Anjan Jana S/o. Biswanth Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম খারিজ

তাপস চক্রবর্তী দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ১২/ ০৩/ ২০১২ তারিখে সুশান্ত দাস মহাশয়কে ৩১৯ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে গনেশ পন্ডিত জমি রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

* মৌজা-জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল দাগ নং-৩০৩১, ৩০৩৪।

CHANGE OF NAME

I, NEHA PARVEEN W/O Md. Kalam, D/O Kapil Deb Pandey residing at 65, Surya Sen Road, P.O. - Alambazar, P.S.- Baranagar, Dist - North 24 Parganas, Kolkata - 700035 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 18.07.2024 that my maiden name with surname was PRIYA PANDEY D/O Gita Pandey and it is recorded in my Voter ID card. I was married with Md. Kalam S/O Abdul Gaffar according to Muslim rites and customs and recognised my matrimonial name as NEHA PARVEEN W/O Md. Kalam in place of my maiden name PRIYA PANDEY. NEHA PARVEEN W/O Md. Kalam and PRIYA PANDEY D/O Gita Pandey is the same and one identical person. I will be known and called as NEHA PARVEEN and this name should be recorded in my all relevant documents in place of my previous maiden name to avoid any future complications.

নাম-পদবী

আমি NILADRY SEKHAR MONDAL পিতা- SANDIP KUMAR MONDAL. গ্রাম+পোস্ট কীর্ণাহার, জেলা -বীরভূম, থানা -নানুর। ভুলবশত আমার Passport এ আমার বাবার নাম SANDIP MONDAL হওয়ায়, গত- ২৩-০৭-২০২৪ তারিখে, বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st কোর্ট হইতে এফিডেভিট বলে SANDIP MONDAL, SANDIP KUMAR MANDAL ও SANDIP MONDAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো।

CHANGE OF NAME

I, NEHA PARVEEN W/O Md. Kalam, D/O Kapil Deb Pandey residing at 65, Surya Sen Road, P.O. - Alambazar, P.S.- Baranagar, Dist - North 24 Parganas, Kolkata - 700035 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 18.07.2024 that my maiden name with surname was PRIYA PANDEY D/O Gita Pandey and it is recorded in my Voter ID card. I was married with Md. Kalam S/O Abdul Gaffar according to Muslim rites and customs and recognised my matrimonial name as NEHA PARVEEN W/O Md. Kalam in place of my maiden name PRIYA PANDEY. NEHA PARVEEN W/O Md. Kalam and PRIYA PANDEY D/O Gita Pandey is the same and one identical person. I will be known and called as NEHA PARVEEN and this name should be recorded in my all relevant documents in place of my previous maiden name to avoid any future complications.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

(১) শ্রীমতী সুদীপ্তা মিত্র স্বামী- শ্রী সুজয় মিত্র ঠিকানা - বি/১০৩, রাধা মাধব , রাধা রেসিডেন্সি, ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, আপোজিট ধীরাজ সাভেরা , পো: সিদ্ধার্থ নগর , বোরিভালি ইস্ট, থানা- সমতা নগর , জেলা- মুম্বাই, মহারাষ্ট্র , পিন ৪০০০৬৬, **(২) শ্রীমতী সুদেষ্ণা চৌধুরী** স্বামী- শ্রী সুমিত চৌধুরী ঠিকানা - বি/৭ , গোকুলধাম সোসাইটি, নিউ ডি.পি. রোড, বিশাল নগর, পিম্পলে লিখন, পো: আউন্ধ ক্যাম্প, থানা সাংভি, জেলা- পুনে, মহারাষ্ট্র, পিন ৪১১০২৭। বিগত ইং ২৮/০৩/২০১৮ , তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV - নং ১০৩ /২০১৮ আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে অর্থাৎ **শ্রীমতী সুনন্দা পাত্র** স্বামী- প্রয়াত সৌমেন্দ্রনাথ পাত্র ওরফে প্রয়াত সোমেন্দ্রনাথ পাত্র, স্থায়ী ঠিকানা- সাং- এরেঙ্গা, পোস্ট- জারুড়া, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৮। ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা বিক্রয় করি। **তপশীল** - জেলা- হুগলী, থানা -পোলবা, মৌজা- এরেঙ্গা, জে এল.- ৭৭, হাল খতিয়ান-২৩৩ (শৈলেন্দ্রনাথ পাত্র) ও হাল খতিয়ান - ২৫৮ (সৌমেন্দ্রনাথ পাত্র)

[1] হাল ১১২ দাগে কলাবাগান ৬.৬৬ শতক।
[2] হাল ১৩৬ দাগে কলাবাগান ১৪.৬৬ শতক।
[3] হাল ১৭৮ দাগে কলাবাগান ১৫.৩২ শতক।
[4] হাল ৫৭৬ দাগে কলাবাগান ৯.৩২ শতক।
[5] হাল ৬০৪ দাগে কলাবাগান ১৪ শতক ।
[6] হাল ১৫৯ দাগে কলাবাগান ০৫ শতক।

এরেঙ্গা মৌজায় ৬ টি দাগের **মোট পরিমাণ = ৬৪.৯৬ শতক**। এবং জেলা - হুগলী, থানা- পোলবা, মৌজা-পায়রাডাঙ্গা, জে : এল - ৭৮, হাল খতিয়ান -২৫১(শৈলেন্দ্রনাথ পাত্র) অবং হাল খতিয়ান - ২৮৬ (সৌমেন্দ্রনাথ পাত্র),

[7] হাল ১৮৩ দাগে বাগান ১১.৩২ শতক।
[8] হাল ১৮৫ দাগে বাগান ২৫.৩২ শতক ।

পায়রাডাঙ্গা মৌজায় **২টি দাগের মোট পরিমাণ = ৩৬.৬৪ শতক** আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে পোলবা-দাদপুর বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে ।

শ্রীমতী সুনন্দা পাত্র
আমমোক্তার

PRASANTA DASGUPTA COLLEGE OF EDUCATION,
VIDYANAGAR, PURBA BARDHAMAN
REQUIRED

ASSISTANT PROFESSOR IN MATHS, PHYSICAL SCIENCE, HISTORY, LIFE SCIENCE, BENGALI, SANSKRIT AND FOUNDATION (NO OF POST-2) FOR BED COURSE **AND LECTURER** IN MATHS, LANGUAGE FOR D.EL.ED COURSE (**AS PER NCTE NORMS**). APPLY WITHIN 7 DAYS. **EMAIL- pdce.info@gmail.com. Mob-9932749260.**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী রাহুল সমাদ্দার পিতা- স্বর্গীয় রনেদ্র নাথ সমাদ্দার সাং ৪ বি কাশীশ্বর চ্যাটার্জি লেন, কাশিপুর, পোস্ট- বরানগর, থানা- কাশীপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন -৭০০০৩৬ । ইং ২২/০৭/২০২২, তারিখে ডি.এস.আর - ১, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত আই নং ৯০৯৩/২০২২ আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে অর্থাৎ **শ্রী বিপ্লব সাহা** পিতা- স্বর্গীয় বিমল সাহা সাং - নারায়ণপুর কলোনী, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ - আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা - পোলবা, মৌজা- ভাটুয়া জে. এল.- ৩১, হাল খতিয়ান – ২০৫১, আর. এস. ও হাল ৯০৮ দাগে বাস্ত ০২ (দুই) কাটা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে পোলবা-দাদপুর বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

শ্রী বিপ্লব সাহা
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী স্বপন কুমার সাহা পিতা- স্বর্গীয় ক্ষেত্র মোহন সাহা ঠিকানা - ৩২ আনন্দ আবসান,গাড়িয়া স্টেশন রোড, পো: গড়িয়া, থানা- সোনারপুর, কোলকাতা ৭০০০৮৪ , বিগত ইং ০১/০৭/২০১১ তারিখে General Power Of **attorney** মূলে আমাকে অর্থাৎ **শ্রী শচীন্দ্র কুমার সাহা** পিতা স্বর্গীয় হারা কুমার সাহা, ঠিকানা - ১০২ দ্বারিক যুগলে রোড, পো: ভদ্রকালী, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী পিন নং ৭১২২৩২ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, মৌজা- কোতরং. জে: এল.- ১০৮ , হাল খতিয়ান – ৩৯৮৮, সাবেক দাগ ১২৪০ ও ১২৫২ , এবং হাল ২৩৭৬ দাগে বাস্ত জমি ১৫.১ শতক ওয়ার্ড নং ৭ , মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং (ওল্ড ১৫০ দ্বরিক জঙ্গল রোড) নিউ নং- ১০১,১০৩,১০৪,১০৬, যতীন্দ্র মোহন সরণী , উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি, পো: ভদ্রকালী, থানা উত্তরপাড়া , জেলা হুগলী, Power Of **attorney** সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে শ্রীরামপুর বি. এল. এন্ড. এল. আর.ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

শ্রী শচীন্দ্র কুমার সাহা
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী মীরা দাস স্বামী- শ্রী পূর্ণ চন্দ্র দাস, সাং- কামদেবপুর, পোস্ট- সুগন্ধ্যা, থানা- পোলবা জেলা- হুগলী পিন- ৭১২১০২। ইং ০৬/১১/২০০৯, তারিখে ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত আই ভি নং ২৮২/২০০৯ আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে অর্থাৎ **শ্রী মুক্ত রায়** পিতা স্বর্গীয় নিমাই চন্দ্র রায় সাং - ২৭/এ ভট্টাচার্য্য গার্ডেন রোড, নবগ্রাম, পোঃ ও থানা- শ্রীরামপুর , জেলা হুগলী পিন - ৭১২২০৩ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা - পোলবা, মৌজা- পায়রাডাঙ্গা জে. এল.- ৭৮, হাল খতিয়ান – ১৯৮/১ , আর. এস. ও হাল ৪৩০ দাগে শালি ১৲ ষোল আনা আনায় ৪৫ শতক মধ্যে ২৩ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে পোলবা-দাদপুর বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে ।

শ্রী মুক্ত রায়
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

নোটারি পাবলিক লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ।

সাধারণ আমমোক্তার নামা নোটিশ পক্ষে সাবিজুল সেখ, পিতা ফকির সেখ, সাঃ ও পোঃ- রাজধরপাড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ বিগত ইং ০৮/১১/২০২৩ তারিখে সদর বহরমপুর A.D.S.R অফিসে ১৬৭৮৮ নং দলিল, মূলে সাধারণ আমমোক্তার দলিলে নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলাঃ মুর্শিদাবাদ, ব্লকঃ বহরমপুর, মৌজা রাজধরপাড়া, জে এল নং ৭৩ R.S & L.R দাগ নং ৩৩১ খতিয়ান নাম্বার L.R ৪৫০৩ পরিমান ০.০৪৩৭ একর উক্ত জমি আমি বিগত ইং ২৭/১২/২০২৩ তারিখে সদর বহরমপুর A.D.S.R অফিসে ১৯২৪১ নং বিক্রয় কবালা দলিল মূলে ১. মাসুদ করিম ২. রেজাউল সেখ ৩. আকমাল সেখ, সকলের পিতাঃ হাবিবুর রহমান সেখ, সাং ভোন্না, পোষ্ট- রাজধরপাড়া, থানাঃ বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, তিন জন কে বিক্রয় করিয়াছি। এই ব্যাপারে কাহারোও যদি কোনও আইনগত আপত্তি বা অধিকার, থাকে তাহলে। আগামী ৪০ দিন এর মধ্যে পদক্ষেপ কারিবেন।

নিবেদন ইতি আরিফ সেখ পিতা- শওকত আলী শেখ, সাং ও পোষ্ট সন্দিপুর থানা+জেলাঃ মুর্শিদাবাদ। সাক্ষী- ১. মহঃ হুমাইউন কবীর, ল ক্লার্ক, সাং বাঁশবাড়ি পোলেপাড়া, পোঃ রোশনবাগ, থানা ও জেলা মুর্শিদাবাদ lc no 00033432 0923 00021762.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী কনক ধাড়া ওরফে কনকবালা ধাড়া স্বামী- শঙ্কর ওরফে অরুন কুমার ধাড়া বিগত ইং- 28/02/2018 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে IV-77/2018 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে **(১) শ্রী স্বপন ভৌমিক** পিতা- ৺দীনেশ চন্দ্র ভৌমিক সাকিম মগড়া, কাঁটাপুকুর, পোঃ ও থানা মগড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, **২) শ্রী নীলকমল গায়েন** পিতা- ৺নিরঞ্জন গায়েন সাকিম বারোল, প্রসাদপুর, পোঃ মগড়া, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ -ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা 26/06/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5590/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী দুর্গা মুর্ম্মু** পিতা ৺নন্দ মুর্ম্মু মহাশয়কে হাল এল. আর 58 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 718 দাগে 07 শতক, সাবেক ও হাল 719 দাগে 12.47 শতক এবং সাবেক ও হাল 720 দাগে 8.53 শতক, একুনে মোট ৩টি দাগে মোট 28 শতক বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা মগড়া, মৌজা ফতেপুর, জে.এল.-5, হাল এল. আর 58 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 718 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 16 শতক, সাবেক ও হাল 719 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 124 শতকের মধ্যে 117 শতক, সাবেক ও হাল 720 দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 0.78 একরের মধ্যে 64.5 শতক, একুনে মোট ৩টি দাগে মোট 197.5 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, উক্ত শ্রী দুর্গা মুর্ম্মু মহাশয় বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও. মগড়া-চুঁচুড়া অফিসে নিজ নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেশ নম্বর এম এন/২০২৪/০৬০১/৬১১৯ তাং ২৯/০৬/২০২৪, যাহা ২৯/০৭/২০২৪ তারিখে শুনানী জন্য দিন ধার্য আছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি- **শ্রী স্বপন ভৌমিক ও শ্রী নীলকমল গায়েন**
আমমোক্তারদ্বয়

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার নামা (১) শ্যামসুন্দর মিত্র পিতা প্রমথ নাথ মিত্র সাং পরোটা পোস্ট কিণাহার, থানা কিণাহার, জেলা বীরভূম পিন-৭৩১৩০২ ইং- ০৫/০১/১৯৮৯ তারিখে এ. ডি. এস. আর. লাভপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ০৯/১৯৮৯ আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে শ্রী অনুপ কুমার মিত্র পিতা শ্যামসুন্দর মিত্র সাং পরোটা পোস্ট কীণাহার থানা কীণাহার জেলা বীরভূম পিন- ৭৩১৩০২ ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি বিক্রয় করি। তপশীল-জেলা বীরভূম থানা কিণাহার নানুর ব্লক অন্তর্গত থানা কিণাহার মৌজা পরোটা জি এল নং ২২ হাল খতিয়ান ৬৯২, (১) হাল ১৩৯৪ দাগে পুকুর ৪ শতক, (২) হাল ১৩৯৪/২২৩৭ দাগে পুকুর পাড় ৩ শতক। আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। (অনুপ কুমার মিত্র আমমোক্তার)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে জুলাই। ১০ ই শ্রাবণ। শুক্রবার , ষষ্ঠী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একবার চিন্তা ভাবনা শুরু করতে হবে। বড় ভাবে লগ্নি করার আগে প্রিয়জনের সাথে আলোচনা করা শুভ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এমন কোন প্রিয় বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে আলোচনা করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিন। হর হরি বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজকের দিনটি শুভ। পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সমাজে প্রতিবেশীর দ্বারা সুনাম প্রাপ্তি সম্ভব। কর্মের অন্বেষণে যে সমস্ত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা রয়েছে। তারা ভগবান শ্রী গণেশের গণেশ সুত্রম্ পাঠ কর নিশ্চিত শুভ ফল পাবে। বৃষ রাশির প্রবীণ নাগরিকেরা ব্যাধি এবং হাড়ের সমস্যায় পড়বেন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি সম্ভব নিজ গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে হরি ওম বলো। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে অশান্তির বিষয়। পরিচিত গুপ্ত শত্রু দ্বারা নানাবিধ চক্রান্ত। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। কর্মপ্রার্থীদের জন্য শুভ। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন তাদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর। নারকেল সহ ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে। ছোট ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। জলভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতিবেশী যিনি একসময় আপনার উপকার নিয়েছিলেন আজ তার দ্বারা কোন গুপ্ত চক্রান্ত হতে পারে। বেতনভোগ কর্মচারীদের জন্য শুভ হলেও, অফিসে কোন ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সম্ভাবনা। আঞ্চলিক কোন রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে অসম্মানিত হওয়ার যোগ। সতর্কতা শুভ। নারকেলসহ দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করুন শুভ হবে নিশ্চিত।

সিংহ রাশি : আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পারিবারিক আনন্দ ছোট ভ্রমণ, পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বন্ধুবান্ধব সমাজে আপনার নিজস্ব পরিচিতির জন্য আপনি আজ এক সম্মানীয় মানুষ। ফোন কল ফ্যাক্স মোবাইল ফোন দ্বারা নতুন কোন সংবাদ আপনার আনন্দবৃদ্ধি করবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর। বিশেষত যারা ভেরি জমি বাড়ি বাস্তু র কাজ করেন। শ্রী গনেশের পূজো আপনার জন্য আজ শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজকের দিনটা তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আজকের দিন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বড় লগ্নি আজকে করবেন না। সংবাদপত্র মিডিয়া ইউটিউ বারস যারা, তাদের জন্য আজ শুভ শুভ মিশ্রিত দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন।

তুলা রাশি : সচেতন থাকতে হবে গুপ্ত শত্রু থেকে। প্রতিবেশী স্বজন আত্মীয় সকলেই চাইবে আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করতে কিন্তু তার মধ্যেও কোন ছল থাকতে পারে। সচেতন হতে হবে কোন শব্দ বলার আগে একবার সঠিকভাবে ভেবে নিতে হবে। শব্দ চয়ন না করলে আজ কথার দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ী যারা তাদের আজ শুভ দিন। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য আজ শুভ দিন। সন্তানের যে বিষয়ে সমস্যা ছিল আজ সেটা মিটে যাবে । বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান এবং হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে প্রবীন সদস্যকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শরীর ব্যাধি দ্বারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার দিন। পুরাতন কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সহযোগিতা পাবেন। তবে যারা পুলিশ প্রশাসনের কাজ করছেন তাদের সচেতন থাকতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মচারী থেকে খুব একটা সম্মান প্রাপ্তি যোগ নেই ।বিদ্যা যোগ শুভ। বিবাহ কল্পে কথা এগোতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গনেশের পুজো করুন নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

ধনু রাশি : সমাজে আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন ।প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পুরাতন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় যারা বড় লগ্নি করবেন আজ শুভ চিন্তা করুন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা আপনার সহযোগী আছে। তবে গুপ্ত শত্রু থাকবে সচেতন থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : জল তরল পদার্থ লৌহ কেমিক্যাল এর ব্যবসা যারা করবেন, তাদের আজ শুভ দিন। বাড়ির কোন ভাড়াটিয়া বিষয় দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পূর্বে ভাড়াটিয়া যে মানুষ থাকবেন তার সচিত্র প্রমাণ সংগ্রহ করে তবেই ওই কাজে এগোবেন। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ হলেও একটু দুশ্চিন্তা থাকবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের একটু সচেতন থাকতে হবে আজকের দিনটির জন্য বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ একটু সচেতন থাকতে হবে। পুরাতন বান্ধবের বেশে শত্রুর ছলনাময় রূপকে চিনতে পারবেন। বেতনভোগ কর্মী যারা তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হারিয়ে যাওয়া কোনো নথিপত্র র বিষয় জবাবদিহি করতে হতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গণেশের পূজা করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন জল তরল পদার্থ দুধের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। দু তিন দিনের ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। তবে জল ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ বিশেষত যারা বাস্তু জমি বাড়ি বিষয় কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পঞ্চ প্রদীপ জেলে দেবী দুর্গা মায়ের আরাধনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তপ্ত পাতুলিয়ার ঘোল পাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে বুধবার রাতে তপ্ত হয়ে ওঠে খড়দার রহড়া থানার পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর সংসদের ঘোল পাড়া এলাকা। অভিযোগ, বুধবার রাতে অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হয়েছেন পাতুলিয়া অঞ্চল পঞ্চায়েতের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি ইমরান খানের অনুগামী শেখ সুজন ও শেখ কাশেম আলি। অভিযোগ, বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে বিরোধী গোষ্ঠীর শেখ সাহিল ওই দু'জনকে মারধর করেছে। যদিও পাল্টা মারধরের অভিযোগ উঠেছে ইমরান খানের দলবলের বিরুদ্ধেও। ঘোল পাড়ার বাসিন্দা খাজামদ্দিন সরদার ও তাঁর কাকা সইফুল সরদারের মাথায় গুরুতর লেগেছে। আক্রান্ত খাজামদ্দিনের অভিযোগ, রাতে তারা পাড়ায় বসেছিলেন। ইমরানের দলবল অতর্কিতে এসে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। পিস্তলের বাট দিয়ে তাদের মাথায় আঘাত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, পুরনো ঝামেলার জেরেই এই হামলা। যদিও স্থানীয় তৃণমূল যুব নেতা অতনু দাসের দাবি, ওদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। দলীয় কর্মী সুজন ও কাসেম আলিকে ওরা মারধর করছিল। খবর পেয়ে এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ভয়ে পালানোর সময় বাইক নিয়ে পড়ে গিয়ে ওই দু'জন আহত হয়েছেন বলে দাবি তাঁর। অপরদিকে পাতুলিয়া অঞ্চল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি ইমরান খান বলেন, গত ২১ জুলাই রাতে দলীয় কর্মী শেখ মুরসালিকে মারধোর করে শেখ সাহিল, শেখ কুরবান, শেখ সইফুলরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ওরা তাঁকেও মারধর করেছিল। তাঁর অভিযোগ, বুধবার রাতে ওরা মদ্যপ অবস্থায় তাদের দুই কর্মী শেখ সুজন ও শেখ কাসেম আলিকে মারধর করেছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে মারধর করার অভিযোগ মিথ্যা। তবে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ঘিরে সরগরম পাতুলিয়ার ঘোল পাড়ায়। ঘটনার তদন্তে রহড়া থানার পুলিশ।

মেট্রোতে ক্রমশ জনপ্রিয় ইউপিআই পেমেন্ট নির্ভর টিকিট কাটার ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের প্রাচীনতম মেট্রো কলকাতা মেট্রো। ক্রমে ক্রমে ডিজিটাল ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে কলকাতা মেট্রো। আর তা করা সম্ভব হচ্ছে যাত্রীদের সহযোগিতা ও সমর্থনকে পাথেয় করে। ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনের সমস্ত স্টেশন-এর টিকিট কাউন্টার এবং অটোমেটিক স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনের মাধ্যমে ইউপিআই পেমেন্ট নির্ভর টিকিটিং ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা সম্প্রতি অরেঞ্জ ও পার্পল লাইনেও চালু হয়েছে। এর ফলে মেট্রো যাত্রীদের আর স্টেশন এর টিকিট কাউন্টার-এ সঠিক খুচরো পয়সা দিয়ে টিকিট কাটতে হচ্ছে না। এখন নতুন স্মার্ট কার্ড বা টোকেন কেনা অথবা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার কাজ অনায়াসে এই ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা করতে পারছেন।

জুলাই মাসে এখনো পর্যন্ত প্রায় ২৬ শতাংশ যাত্রী কলকাতা মেট্রোর বিভিন্ন করিডোর-এ ইউপিআই পেমেন্ট নির্ভর টিকিটিং ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছেন। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম (ক্রিস) এর সহযোগিতায় এই ব্যবস্থা চালু করেছেন।

ব্যারাকপুরে অবৈধ জবরদখল উচ্ছেদে নামল প্রশাসন-পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ মতোই সরকারি জমিতে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান চলছে রাজ্য জুড়ে। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন এসএন ব্যানার্জি রোডে এবং শহিদ মঙ্গল পান্ডে সরণিতে উচ্ছেদ অভিযান করা হল। রাস্তার দু'ধারে ফুটপাত দখল করে থাকা অবৈধ দোকানপাট বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি ট্রাফিক সৌমানন্দ সরকার, ওসি ট্রাফিক রঞ্জন রুদ্র, টিটাগড় থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক তাপস সরকার এবং পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুপ্রভাত ঘোষের উপস্থিতিতে এদিন উচ্ছেদ অভিযান করা হল। যদিও বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে এদিন কাউকেই উচ্ছেদে বাধা দিতে দেখা গেল না। বাধা না দিলেও রুটিরুজি হারিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ উচ্ছেদ হওয়া দোকানদারেরা। উচ্ছেদ প্রসঙ্গে ব্যারাকপুর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুপ্রভাত ঘোষ বলেন, অবৈধ দখলদারদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য গত ১৮ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সময়সীমার পরেও তাদের কিছুদিন সময় দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কিছু দোকানদার ফুটপাত থেকে সরে যায়নি। এদিন প্রশাসনের এবং পুর ইঞ্জিনিয়ারদের উপস্থিতিতে অবৈধ জবরদখল ভেঙে জায়গা খালি করে দেওয়া হল। উপ-পুরপ্রধান জানালেন, জমির খোঁজ চলছে। জমির খোঁজ মিললে উচ্ছেদ হওয়া দোকানদারদের জন্য আগামীদিনে কিছু করার চিন্তাভাবনা করা হবে।

সাঁকরাইল থেকে চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার হল ওড়িশায়, অধরা দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: চলতি মাসের ২২ তারিখে হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকার একটি গাড়ির সার্ভিস সেন্টার থেকে চুরি যায় একটি গাড়ি। এরপর সাঁকরাইল থানাতে চুরি যাওয়া গাড়ির বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে থানার আধিকারিকরা।

তদন্তে নেমে বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ওই চুরি যাওয়া গাড়িটিকে ধাওয়া করে পুলিশ আধিকারিকরা। অবশেষে বুধবার বিকালে ওড়িশার জলেশ্বর থেকে উদ্ধার হয় গাড়িটি। যদিও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের ধরা সম্ভব হয়নি। তাদের খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে থানার আধিকারিকরা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলে ল্যাপটপ চুরি

ছাত্রের উপর মানসিক চাপের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলে অশান্তি। ল্যাপটপ চুরি ঘিরে ছাত্রের উপর মানসিক চাপের অভিযোগ। পরে মেডিক্যাল অফিসারের তৎপরতায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ওই পড়ুয়াকে। অসুস্থ ছাত্রের নাম বিশ্বজিৎ প্রামাণিক। তিনি স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের ছাত্র।

জানা যাচ্ছে, বুধবার মেইন হস্টেলের এক পড়ুয়ার ল্যাপটপ চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করে ওই হস্টেলেরই একাংশ ছাত্র। অসুস্থ ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, জোর করে ওই ল্যাপটপ চুরির মুচলেকা লেখানো হচ্ছিল বিশ্বজিৎকে দিয়ে। তখনই অসুস্থ হয়ে পড়ে ল্যাপটপ চুরিতে অভিযুক্ত ছাত্র। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন মেডিক্যাল অফিসার। অভিযোগ, তাঁকেও বাধার মুখে পড়তে হয়। এমনকী, হস্টেল থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে ঘিরে ধরে পড়ুয়ারা।

এদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার মিতালি দেব জানান, 'ডিন স্যার অনেক রাত অবধি থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। উনি রাত্রি আটটা নাগাদ খবর পান হস্টেলে ঝামেলা হচ্ছে। একটি ল্যাপটপ চুরি হয়। পরে সেটা পাওয়াও যায়। এবার ওদের যাকে সন্দেহ হয়েছে তাকে ঘিরে ধরে। সে অসুস্থ বোধ করে। এরপরই ডিন স্যার বলেন, ম্যাডাম আপনি যান। দেখুন কী হয়েছে। আমি গিয়ে দেখি প্রায় ৭০-৮০ জনের জমায়েত। আর যে ছেলেটিকে হেনস্তা করা হয়েছে তার পালস কম, চোখ বেরিয়ে এসেছে। ওর প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে। ওকে দিয়ে মুচলেকাও লেখানো হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলেই গত বছর র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছিল প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়া। সেই ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল গোটা রাজ্য। এরপর সেই যাদবপুরের বিরুদ্ধেই ফের গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ্যে।

উপযুক্ত কারণ ছাড়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কারও বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার জন্য যথার্থ কারণ প্রয়োজন। উপযুক্ত কারণ ছাড়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার অর্থ, কারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। বৃহস্পতিবার এক মামলার শুনানিতে এমনই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের।

হাইকোর্ট সূত্রে খবর, পুরনো এক মামলায় ঝাড়গ্রাম আদালত থেকে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলাটির শুনানির সময় নিম্ন আদালতের বিচারকের নির্দেশের আপত্তি জানান বিচারপতি। এরপরই খারিজ করে দেওয়া হয় নিম্ন আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি ঘোষের একক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'উপযুক্ত কারণ ছাড়া জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা মানে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। এই সব ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার বা কারাদণ্ডের অর্থ এক জন ব্যক্তির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারে হাত দেওয়া।' এরই পাশাপাশি নিম্ন আদালতের বিচারক নিজের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করেননি বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি ঘোষ। একইসঙ্গে কোন ক্ষেত্রে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা যেতে পারে, সেটাও বৃহস্পতিবারের শুনানিতে স্পষ্ট করেছে আদালত।

এই প্রসঙ্গেই হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হলে কিংবা তাঁকে সমন পাঠানো হলে, যদি তিনি তাতে গুরুত্ব না দেন, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে আদালতে টেনে আনার জন্য জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা যেতে পারে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিচারপতি ঘোষের বেঞ্চে যে মামলাটি উঠেছিল, সেটি ঝাড়গ্রাম থানায় ২০১৫ সালের ২৬ নভেম্বর দায়ের হওয়া একটি মামলা। যাঁর বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রাম আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল সেই ব্যক্তির প্রথম এফআইআরে নাম ছিল না। পরে অতিরিক্ত এফআইআরে নাম যুক্ত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য কিছু ধারা আনে পুলিশ। পরবর্তী সময়ে ২০২১ সালে যখন পুলিশ ওই মামলায় চার্জশিট জমা দেয়, তাতেও নাম ছিল না ওই ব্যক্তির। কিন্তু সম্প্রতি হাইকোর্টে আবেদনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের ওই মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। বৃহস্পতিবার সেই নির্দেশ খারিজ করে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, আইন মেনেই কাজ করতে হবে নিম্ন আদালতকে।

পুলিশকে থিম জানানোর নির্দেশে চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহর থেকে গ্রাম, পুজোয় দুটি জিনিস এখন টানে মানুষকে। এক হল প্রতিমা আর অপরটি হল থিম। থিম নির্ভর পুজো হলে স্বাভাবিক ছন্দেই সেখানে মানুষের ভিড় হয় একটু বেশি। তাই থিমের পুজোর দিকেই এখন ঝুঁকেছেন পুজোর কর্তারা। শুধু তাই নয়, এই বিভিন্ন সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তারা ঢাকে কাঠি পড়ার আগে যা নিয়ে সব চেয়ে বেশি গোপনীয়তা বজায় রাখেন, তা হল থিম। তবে মঙ্গলবার পুজো সংক্রান্ত বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কোন পুজোর কী থিম হচ্ছে, তা পুলিশকে প্রাথমিক ভাবে জানিয়ে রাখতে হবে, পুলিশ সেটা বাইরে আনবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর ওই নির্দেশের দিনই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের কর্মকতাদের কাছে পুলিশের একটি চিঠি পৌঁছেছে। সেখানে এ বছরের দুর্গাপুজোর থিম জানতে চাওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়াতে আরও বেশ কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে, এমনটাই আয়োজকদের দাবি। যা নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

ওই পুজোর অন্যতম কর্মকর্তা, বিজেপি কাউন্সিলার সজল ঘোষ বলেন, 'পুলিশ যে সব শর্ত দিয়েছে, সেগুলোকে শর্ত না-বলে হুমকি বলা ভালো। সব সময়ে পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি আছি। তবে হুমকি মেনে নেওয়াটা সম্ভব নয়।' পুলিশের কাছে পুজোর থিম জানানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশকে শহরের বড় পুজো কমিটিরগুলোর কর্তাদের অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন, পুলিশের চিঠি না-পেলেও। তবে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের কর্মকর্তারা এতে চক্রান্তে্র গন্ধ পাচ্ছেন।

গত বছর অযোধ্যার রামমন্দিরের আদলে মণ্ডপ হয়েছিল সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোয়। যা দেখতে প্রচুর মানুষের ভিড় জমান। এবছরও তাঁদের যা থিম, তা ভিড়ের নিরিখে অন্যদের টেক্কা দেবে বলেই দাবি উদ্যোক্তাদের। এই পরিস্থিতিতে যে সব শর্ত পুলিশের তরফে দেওয়া হয়েছে, সে সব মানতে গেলে পুজো করাটা বেশ কঠিন বলে দাবি সজলের।

এই প্রসঙ্গে সজল ঘোষ বেশ ক্ষোভের সঙ্গে এও জানান, 'শহরে বেশ কিছু বড় পুজো হয়। কিন্তু আমাদের মতো শর্ত আর কাউকে দেওয়া হয়নি। কেন, সেটা সবার কাছেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।' সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের কর্মকর্তাদের দাবি, কমপক্ষে ২৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন এবং ৩৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে বলা হয়েছে। প্যান্ডেলের পাশের মাঠে নাগরদোলা এবং স্টলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এমনকী, মণ্ডপের সামনে নজরদারির জন্য জায়গা তৈরি করতে হবে। তবে টালা প্রত্যয় পুজো কমিটির তরফে তরুণ সাহার দাবি, 'পুলিশ আগে থেকে সতর্কতা নিলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত হবে।' একই সুর চেতলা অগ্রণীর কর্ণধার ফিরহাদ হাকিম এবং দেশপ্রিয় পার্কের পুজো কমিটির সম্পাদক সুদীপ্ত কুমারের কথাতেও। দুজনেরই বক্তব্য,'এখনও পুলিশের কোনও চিঠি পাইনি। তবে পুলিশকে আমরা সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।'

এদিকে কলকাতা পুলিশের এক কর্তার বক্তব্য, 'পুজোয় অতিরিক্ত ভিড়ে দুঃখজনক কিছু যাতে না-ঘটে, সেটা নিশ্চিত করাই আমাদের টার্গেট। আগাম সতর্কতা হিসেবে এবার বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

রেশন কার্ডে নাম-ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে ঘরে বসেই, জানালেন খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই প্রথম খাদ্য দপ্তরের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে রেশন কার্ডের ভুল সংশোধন, ঠিকানা পরিবর্তন সহ একাধিক পরিষেবা বা সেলফ সার্ভিস চালু করা হল। কিন্তু এবার রেশন কার্ড আপডেটের ক্ষেত্রে বড় সুবিধা নিয়ে এল রাজ্য সরকার। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই পরিষেবা চালু হওয়ার পর এ পর্যন্ত ২২ লক্ষ লোক উপকৃত হয়েছেন বলে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি জানান, সাধারণ মানুষের বিভিন্ন কাজে বারবার দপ্তরে ঘোরাঘুরি ও হয়রানি কমাতে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ৫ নম্বর ফর্মে নাম, বয়স, ঠিকানা সংশোধন করা যাবে। এছাড়া রেশন দোকান পরিবর্তন, রেশন কার্ড সারেন্ডার করা, রেশন কার্ড কনভারশন, ডিজিটাল রেশন কার্ডের সঙ্গে মোবাইল লিঙ্ক সহ নানাবিধ বিষয়ে ফর্ম জমা শুরু হয়েছে। এবার কম্পিউটারে বসে এই পরিবর্তনগুলো করা যাবে। এদিন এই প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান, দেশের মধ্যে বাংলায় প্রথম এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। যদি কোনও গ্রাহকের নাম রেশন কার্ডে ভুল থাকে অথবা ঠিকানা পরিবর্তন হয় তাঁর, কিংবা যে কোনও ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে রেশন দপ্তরের যে অ্যাপস রয়েছে, সেখানে ঢুকে ঘরে বসেই পরিবর্তন করতে পারবেন। পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'গ্রাহকদের হয়রানির থেকে মুক্ত করতেই কতগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রথম কোনও রাজ্যে এই সুবিধা চালু হল। ধরুন আপনার কার্ডের ভুল আমাদের ফুড পোর্টালে দিয়ে অনলাইন অ্যাপ্লাই করলে হয়ে যাবে।' পাশাপাশি রেশন কার্ড 'শিফটিং' অর্থাৎ এক রেশন ডিলারের পরিবর্তে অন্য কোনও রেশন ডিলারের কাছ থেকে সামগ্রী নিতে চাইলে সেটাই অনলাইনে আবেদন করা যাবে। তৃতীয়ত, যদি

কোনও গ্রাহক রেশন কার্ড 'সারেন্ডার' করতে চান, যাঁরা অনেকেই অনেকদিন ধরে রেশন দোকানে গিয়ে সামগ্রী কেনেন না, তাঁরাও অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করলে হয়ে যাবে। চতুর্থত, রেশন কার্ডের মাধ্যমে 'ফুড গ্রেইন' নিতে না চাইলে, অনলাইনে তা 'সিটি কার্ডে' পরিবর্তন করারও আবেদন করা যাবে। পঞ্চমত, রেশন কার্ডের সঙ্গে অনলাইনে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করা যেতে পারে, ডি-লিঙ্কও করা যেতে পারে।

অফিস টাইমে চলন্ত বাস্রেস আগুন, আতঙ্ক: অফিস টাইমে চলন্ত বাসে আগুন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মহাজাতি সদনের সামনে একটি মিনিবাসে আগুন ধরে যায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশের এলাকা। দমকল ও পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাসে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে এই ঘটনা। সূত্রে খবর, বিরাটি থেকে বিবাদী বাগ আসছিল বাসটি। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ওঠার পর থেকে বাসে খুব বেশি যাত্রী ছিল না। মহাজাতি সদনের কাছে বাসটি আসতেই আচমকা আগুন ধরে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। যে কজন হাতে গোনা যাত্রী ছিলেন ওই বাসে তড়িঘড়ি তাঁরা বাস থেকে নেমে যান। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। পুলিশ বাসের চালককে থানায় নিয়ে যায়। কীভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এদিকে চালক জানিয়েছেন, 'বাসের স্টার্ট বন্ধ হচ্ছিল না। তাই বাসটিকে রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে স্টার্ট বন্ধ করার চেষ্টা করছিলাম। তখনই আগুন ধরে যায়। মনে হয়, তারে লুজ কানেকশন হচ্ছিল।'

বিধানসভায় নিগ্রহ বিতর্ক

নিজের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ শাসকদলের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিগ্রহ বিতর্ক যেন থামার নয়। বুধবার বিধানসভার অধিবেশন কক্ষের বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের বাদানুবাদ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বিবৃতি দেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বিবৃতি দিয়ে জানান, 'বুধবার লবিতে যা আলোচনা হয়েছে তা অনভিপ্রেত। এটা না ঘটলেই ভালো হত। বাইরের ঘটনা অনেক সময় তা বিধানসভায় টেনে নিয়ে না আসা ভালো। আমি অভিযোগ ও প্রতি অভিযোগ পেয়েছি। মার্শালের সঙ্গে কথা বলেছি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছি। নিরাপত্তার অভাব বোধ করবেন না। তবে কারও যদি ভয় থাকে এমন আচরণ করবেন না যাতে ভয় লাগে। সংযত আচরণ করুন সকলে।'

কিন্তু, তারপরেও থানা থেকে এই বিষয়ক অভিযোগ প্রত্যাহার করতে নারাজ শাসকদলের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু থানায় দায়ের করা অভিযোগ প্রত্যাহার করছি না।' একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, 'হেয়ার স্ট্রিট থানায় যে অভিযোগ দায়ের করেছি, সেটা প্রত্যাহারের কোনও প্রশ্নই নেই।' একইসঙ্গে তপন এ প্রশ্নও তোলেন, 'যদি আবার এই ধরনের মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারী করেন তাহলে আবার বলব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে ভাষায় আক্রমণ করেন, শুভেন্দু কি তাঁর পরিবারের সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলেন? আমাকে কোনও ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।'

প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে শুভেন্দু বলেছিলেন, মাধ্যমিকে ফেল করেছেন পূর্বস্থলীর তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে। বিধায়কের একাধিক ফ্ল্যাট রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু। এই বিষয়টি নিয়েই বুধবার বিধানসভার অধিবেশন কক্ষের বাইরে কথা কাটাকাটি হয় তপন-শুভেন্দুর। এরপরেই শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরনোর সময় পূর্বস্থলীর তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন। এবিষয়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত অভিযোগও জানান বিরোধী দলনেতা। পাল্টা অভিযোগ জানান তপনও।

এরপরেই তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় জানান, তিনি অধ্যক্ষের কাছে তাঁর মেয়ের সমস্ত সার্টিফিকেটের কপি জমা দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, 'শুভেন্দু নিজেকে এমএ পাশ বলে দাবি করেন। ক্ষমতা থাকলে সেই এমএ সার্টিফিকেট দেখাক।'

ক্যাব অ্যাপের মাধ্যমে গাড়ি পাচারের পর্দাফাঁস কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যাব অ্যাপের মাধ্যমে গাড়ি ভাড়া নেওয়ার নামে চলছিল প্রতারণা। এই ফাঁদে ফেলে একের পর এক গাড়ি উধাও করে দেওয়া হচ্ছিল। এবার সেই গাড়ি চুরির পর্দাফাঁস করল নেতাজিনগর থানা। ট্র্যাকিং ডিভাইস সিস্টেমের মাধ্যমে চুরি যাওয়া একটি গাড়িও উদ্ধার করেছে নেতাজিনগর থানা বলে লালবাজার সূত্রে খবর। সঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, মূল অভিযুক্ত বিহারের বাসিন্দা। তবে সে এখনও পলাতক। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে কসবা থানায় এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকদের নজরে আসে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকা অভিযুক্তরা নেতাজি নগরের ঘটনার সঙ্গেও জড়িত।

অনলাইনে বুক করা যায় এমন চারচাকাকে ব্যবহার করে একাধিক গাড়ি ভিন রাজ্যে পাচার ও বিক্রি করার অভিযোগ আগেই উঠেছিল। কিছুদিন আগে নেতাজি নগর থানায় এক ব্যবসায়ী অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে উত্তরপ্রদেশে, বিহার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে উদ্ধার হয় নেতাজি নগরের ওই ব্যবসায়ীর গাড়ি। জিপিএস ট্র্যাকিং ডিভাইসের সাহায্যে লোকেশন ট্র্যাক করে ইতিমধ্যেই গাড়িটি উদ্ধার করেছ নেতাজি নগর থানা। পুলিশ সূত্রে খবর, বিহারে বসে দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রতারণা চক্র চলানো হচ্ছিল। প্রসঙ্গত, এর আগে ১৭ জুন কসবা থানায় ঠিক একই ধরনের অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে কসবা থানা মোট ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে ধৃতরা এই একই গ্যাংয়ের সদস্য। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে মোটা টাকা লাভের প্রলোভন দেখানো হয় অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে। এরপর ওটিপি ভেরিফিকেশন করে, আধার কার্ড নিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে এই চক্রের সদস্যরা। প্রথম প্রথম কয়েক দফায় টাকা দেওয়া হলেও পরে আর যোগাযোগ করা যেত না ওই অ্যাপে।

জনসংখ্যা এবং জন-মানচিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আর্জি বিশেষজ্ঞের

অশোক সেনগুপ্ত

ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে দেশের জনসংখ্যা এবং জন-মানচিত্রের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। ২০২৪-২৫ এর কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ তথা অর্থনীতিবিদ ডঃ সুমন কে মুখার্জি। অধ্যাপক সুমন মুখার্জি বলেন, ভারতের ৬৫ শতাংশ মানুষের বয়স ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে, অর্ধেক লোক ২৫ বছরের ঊর্ধ্বে। অনেক রকম ভাগ রয়েছে ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। কিন্তু সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীকে আরও উৎপাদনক্ষম করে প্রবৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে হবে। তাঁদের দক্ষ করতে হবে। যতটা সম্ভব প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) যথেষ্ঠ বাড়ছে না বলে মন্তব্য করে সুমনবাবু বলেন, এটা যথেষ্ঠ চিন্তার কথা। কেবল পতাকা নাড়লে হবে না। এফডিআই আকর্ষণের পটভূমি ও পরিকাঠামো আরও অনুকূল করতে হবেদ। 'মুদ্রা' প্রকল্পও যথেষ্ঠ সাড়া জাগাতে পারেনি। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যথেষ্ঠ বিকাশের জায়গায় নেই। এই ক্ষেত্রটাকে আরও মজবুত করতে হবে।

গত তিন দশকে ভারতের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির কিছু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'ভাণ্ডার', অনুদান ও পঞ্জাবের কৃষক আন্দোলনকে কটাক্ষ করেন সুমনবাবু। তিনি বলেন, কৃষি আমাদের একটা শক্তি। আমরা এই ক্ষেত্রে সেভাবে বিকশিত হচ্ছি না। বিনিয়োগকারীদের কৃষিতে আনতে হবে। আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে জিএসটি-র আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন সুমনবাবু। তিনি বলেন, একটা বড় সংখ্যক মানুষ হকার, দোকানি বা এরকম গোত্রের। তাঁদের কাছ থেকে লোকাল পার্টির কাছে নানাভাবে টাকা যাচ্ছে। যেই অর্থ সরকারের কাছে পৌঁছচ্ছে না। সুমনবাবু বলেন, ভারত পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি।

এদিক থেকে তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র হওয়ার লক্ষ্যে এগোনোর চেষ্টা করছে। অধিকাংশ দেশের অর্থনীতির চেয়ে ভারত এগিয়ে। আর এই ক্ষেত্রে পরিকাঠামো একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আর প্রয়োজন প্রযুক্তি; তনো টেকনোলজি, নো গ্রোথ। উই হ্যাভ টু গ্রো ফাস্টার, অ্যান্ড ফাস্টার, অ্যান্ড ফাস্টার। ডিজিটাইশেসনেও জোর দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

আলোচনায় বক্তব্য রাখেন এসবিআই লাইফের আঞ্চলিক অধিকর্তা সুইটি শেঠি। এসবিআই লাইফ ইনসিওরেন্সের আঞ্চলিক ম্যানেজার অক্ষয় শেঠি বলেন, মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। যাটোর্ধ্বদের সুরক্ষার জন্য আরও সুযোগ দিতে হবে। পরামর্শদাতা নারায়ণ জৈন এবারের বাজেটে 'নিউ ট্যাক্স রেজিম', হাউজ রেন্ট ইনকাম, রেমুনারেশন টু দি পার্টনার্স প্রভৃতি বিষয়ে এবং আইনি বিবাদের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সংস্কারের নয়া ঘোষণার উল্লেখ করেন। আয়কর দপ্তরের প্রাক্তন কমিশনার আর এস উপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় বাজেটে 'কনজাম্পশন প্রমোশন' এবং 'সার্চ ও সিজার'-এর গুরুত্বের ওপর জোর দেন। বাজেটের ইতিবাচক কিছু দিকের ওপর আলোকপাত করেন কর-বিশেষজ্ঞ তথা আইনজীবী এসএম সুরানা।

মঞ্চে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন অশোক পুরোহিত, পবন পাহাড়িয়া প্রমুখ। এদিনের আলোচনাচক্রের সহ-উদ্যোক্তা ছিল ক্যালকাটা সিটিজেন্স ইনিশিয়েটিভ, রাজস্থান বেঙ্গল মৈত্রী পরিষদ, কনসার্ন ফর ক্যালকাটা এবং এনএলসিটি (ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল) কলকাতা বার অ্যাসোসিয়েশন।

সম্পাদকীয়

কৃষিতে এত টাকা খরচ করেও কৃষিকে লাভজনক কেন করতে পারছে না সরকার

কৃষক আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল কৃষিজ দ্রব্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে (এমএসপি) আইনসিদ্ধ করা, ও উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দাম নিশ্চিত করা। কেন্দ্রের সরকার আন্দোলনের চাপে তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছিল, বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু সেই আশ্বাস তাঁরা পূরণ করেননি। এমএসপি খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকেই তাঁরা 'উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দাম' বলে ঘোষণা করেছেন। এ একটা নির্লজ্জ প্রতারণা। ধানের কথাই ধরা যাক। যথার্থ উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দাম যদি দিতে হয়, তা হলে কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্টস অ্যান্ড প্রাইসেস-এর হিসাব অনুযায়ী দাম দিতে হবে ৩০১২ টাকা। অথচ, সরকার দাম ধার্য করল ২৩০০ টাকা, যা ৭১২ টাকা কম। একই ভাবে জোয়ার, বাজরা, মুগ ডাল, তুলো ইত্যাদি ফসলের ক্ষেত্রে দাম যথাক্রমে ১০৬৬ টাকা, ২৭৯ টাকা, ২২৭৪ টাকা ও ২২২৪ টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। ফসলের এমএসপি বাড়ালেও, সার, বীজ, তেল, বিদ্যুতের দাম যে সরকার অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং তার ফলে চাষের খরচ যে অনেক বেড়েছে, তা শাসকদলের নেতারা ধরছেন না। চরম খেদের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সরকার কৃষিতে এত টাকা খরচ করছে, অথচ কৃষিকে কোনও মতেই লাভজনক করা যাচ্ছে না। তার কারণ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি বিমার জন্য সরকারি ভর্তুকির টাকা ঘুরপথে বহুজাতিক সংস্থাগুলির পকেটেই যায়। সরকারি খরচ বাড়লেও কৃষকের কোনও লাভ হয় না। কৃষকদের অভিজ্ঞতা হল, এই সরকার, এই রাষ্ট্র বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে। কৃষকরা যদি লাভজনক দাম পান এবং জনগণ যদি সস্তা দরে খাদ্যশস্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরকারি ব্যবস্থাপনায় পান, অর্থাৎ যদি সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু হয়, তা হলে এই পুঁজিপতিদের একচেটিয়া খাদ্যব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা এই সরকারের নেই। ফলে জনগণকে প্রতারণা করা ছাড়া উপায় কী?

আনন্দকথা

ভক্তেরা বলিতেছেন, এইবার বাদুড়বাগানের কছে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভবান্তর হইল, যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম।

গাড়ি রামমোহন রায়ের বাগানবাটীর কাছ দিয়া আসিতেছে। মাস্টার ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই, তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, এইটি রামমোহন রায়ের বাটী। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, এখন ও-সব কথা ভাল লাগছে না। ঠাকুর ভাববিষ্ট হইতেছেন।

বিদ্যাসাগর বাটীর সম্মুখে গাড়ি দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংরেজ পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ির পশ্চিমধারে সদর দরজা ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণদিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্পবৃক্ষ। পশ্চিমদিকের নিচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

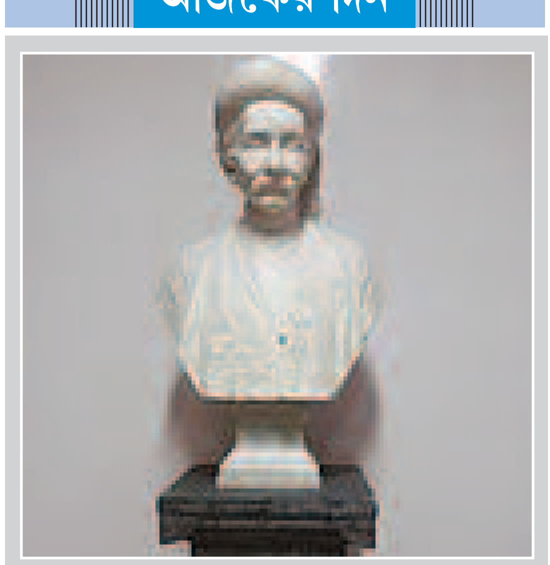

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৪ *বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯২৮ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় চন্দন সিং রাওয়াতের জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতা অ্যান্টনি থমাসের জন্মদিন।*

'...ভালবেসে মিটল না আশ, কুললো না এ জীবনে'

শান্তনু রায়

'হায়! জীবন এত ছোট কেনে, এই ভুবনে?' এবিধ আক্ষেপ 'নিতাই কবিয়াল'-এর মত তার স্রষ্টার হৃদয়েরও গভীর গোপনে ছিল কিনা জানা নেই। তবে 'পঞ্চগ্রাম'এর সমাপ্তিতে রয়েছে বিধৃত এক সুগভীর আশাবাদের বার্তা 'মানুষ বাঁচিতে চায়। মানুষের পরম কামনার মুক্তি একদিন আসবেই। আমি যাহা শিখিয়াছি শোন আমি কাহারও চেয়ে বড় নই; কাহারও অপেক্ষা ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার অধিকার আমার নাই; আমাকে বঞ্চিত করিবারও অধিকার কাহারও নাই'। তিনি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় — রাঢ় বাংলার জীবনের সফলতম আখ্যানকার। ২৩শে জুলাই তাঁর একশছাব্বিশতম জন্মবার্ষিকী।

অনেকের মতো তাঁরও সাহিত্যকর্মের সূচনা কবিতা দিয়ে — জলধর সেনের সে সমময়কার বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'ভারতবর্ষ'-এ প্রকাশিত একটি কবিতার মাধ্যমে। এক আত্মীয়ের উদ্যোগে 'ত্রিপত্র' শিরোনামে এক কবিতাগুচ্ছও প্রকাশিত হয় ১৯২৬ এ। যদিও তার প্রচার ঘনিষ্ঠ গন্ডীর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল, পরমায়ুও ছিল স্বল্পস্থায়ী।

তাঁর নিজের কথায় 'আমার জীবনের প্রথম রচিত কবিতা খড়ি দিয়ে লিখেছিলাম আমাদের বৈঠকখানা বাড়ির একটা খড়খড়িওয়ালা দরজার গায়ে। তখন বয়স আমার সাত বৎসর-আটে পড়েছি'। ঘটনাটি এরকম। বাগানের গাছ থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া ছোট্ট একটা পাখির ছানা বন্ধুদের মিলিত পরিচর্যা সত্ত্বেও মারা গেলে তার মা'র ডাল থেকে নেমে ছানাটিকে ডাকা এবং চারপাশে ঘুরে সস্নেহে ঠোকরানো দেখে খেলার সাথী বড় পাঁচু বাড়ির বৈঠকখানার দরজার পেছনে খড়ি দিয়ে দু'টি পংক্তি লিখে ফেলল—

তারাদাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি
তার মা এসে কাঁদিতেছে কেঁউ কেঁউ করি।

এ দেখে আট বছরের বিস্মিত কিশোর তারাশংকর ছন্দ মিলিয়ে পরের চারটি পংক্তি লিখে ফেললেন—

পাখীর ছানা, মরে গিয়াছে
মা ডেকে ফিরে গিয়াছে —
মাটির তলায় দিলাম সমাধি—
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।

তাঁর নিজের কথায় খড়খড়িওয়ালা দরজার গায়ে ওভাবে কবিতা লিখেই তাঁর সাহিত্য সাধনার শুরু।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনকালেই রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের যে তিন 'বন্দ্যোপাধ্যায়' সাহিত্যপিপাসু বাঙালি মনে সাড়া ফেলে সাহিত্যিক পরিসরকে তরঙ্গায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম তারাশঙ্করকে বিশিষ্টতা দিয়েছে উপন্যাস ও ছোট গল্পে বৈচিত্রভরা জীবনকে ফুটিয়ে তোলার তাঁর অসাধারন দক্ষতা।

প্রসঙ্গত 'ত্রিপত্র' এর পরে আর কবিতা বিশেষ না লিখলেও তাঁর মধ্যে যে এক কবিয়াল সত্তা সতত বিরাজমান ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনতাঁর কালজয়ী সাহিত্যকর্ম 'কবি' উপন্যাস যেখানে কবিয়াল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া তথাকথিত অন্ত্যজ নিতাই শ্যামাঙ্গী ঠাকুরঝি'র নিরুচ্চার ভালবাসার স্বীকৃতিদানে অপারগ হলেও তার প্রতি বর্ণ-কটাক্ষের প্রতিক্রিয়ায় গেয়ে ওঠে— কালো যদি মন্দ তবে /কেশ পাকিলে কাঁদে কেনে — আবার প্রেয়সী বসন্তের আকস্মিক মৃত্যুতে অপূর্ণ ভালবাসার তৃষায় আক্ষেপ করে — এই খেদ মোর মনে/ভালবেসে মিটল না আশ, কুললো না এ জীবনে। এ যেন জীবনবোধের গভীর উপলব্ধিতে বৃহত্তর পটভুমিকা ও বিস্তৃততর জীবনের ক্যানভাসে মানবজমিনের চিত্রকার স্রষ্টারই নিরুচ্চার উচ্চারন।

শাক্ত ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাবে সমৃদ্ধ লাভপুরে উনিশ শতকের উপান্তে ভুমিষ্ঠ তারাশঙ্কর 'জন্মস্থান-মাতৃভূমি-পিতৃপুরুষের লীলাভুমি' লাভপুরে 'কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমার সুস্পষ্ট প্রকাশে বিস্মিত' হয়েছেন — সেই জনপদে জন্মগ্রহণে বোধ করেছেন 'ভাগ্যবান'।

আত্মজৈবনিক রচনা 'আমার কালের কথা'য় বিধৃত ঊনিশ শতকের একেবারে উপান্তে লাভপুরের সমাজে দুই বিরোধী শক্তির — জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে চলা দ্বন্দ্ব-বিচিত্র বিরোধের আবহে বেড়ে ওঠা আট বছর বয়সে পিতৃহারা তারাশঙ্করের।

অল্প বয়সে জেদের বশে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অনুতপ্ত কিন্তু শাস্ত্রাদি অধীতী ও সেকালেও নিয়মিত ডায়েরি লেখক বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলে ভবিষ্যতে উকিল হবে এই আশায় সিউড়ি আদালতের প্রতিষ্ঠিত উকিল পিতামহের বিশেষ শামলাটি সযত্নে রেখে দিয়ে ছেলের উদ্দেশ্যে লিখে রেখেছিলেন — ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয় — যতমূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের'। কিন্তু বিধাতার লিখন বোধকরি ছিল অন্য কিছু।

বিপ্লবী নলিনী বাগচির সংস্পর্শ সদ্য তরুন মনে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জাগালেও বিপ্লবাত্মক ধ্যানধারণা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তাঁর মনে কখনো তেমন দাগ কাটতে পারেনি। তিনি নিজেই এক লেখায় বলেছেন — আমি বিপ্লবী ছিলাম না। কিন্তু ১৯১৬য় ম্যাট্রিক পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেও কলেজ ছাড়তে হয় পুলিশের কাছে রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের তালিকায় তাঁর নাম থাকায়।

অহিংসা নীতি ও ১৯২১এ অসহযোগ আন্দোলন গভীরভাবে আলোড়িত অনুপ্রাণিত তরুন তারাশংকর দেশসেবার ব্রত গ্রহণকরে বীরভুমের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, গান্ধিজীর আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩০এ কিছুদিনের জন্য তার কারাবাসও হয়।

সে সময়কার তারাশঙ্করকে তাঁর 'ধাত্রীদেবতা'র (১৯৩৯) শিবনাথের মধ্যে অংশত খুঁজে পাওয়া যায়। 'ধাত্রীদেবতা'র মত জীবনের অনেকখানি জুড়ে থাকা গভীর স্বদেশানুরাগী মা প্রভাবতী দেবী প্রথম রাখীবন্ধনের দিন কিশোর তারাশঙ্করের হাতে একটি রাখী বেঁধে দিয়ে মন্ত্র পড়েছিলেন — বাংলার মাটি-বাংলার জল...।

১৯২৯ নাগাদ কল্লোল এ প্রকাশিত 'রসকলি' গল্প দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক অভিযাত্রা শুরু হলেও 'আমার সাহিত্য জীবন' এ তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু হয়ে যায় জেল থেকে মুক্তির পরপরই বন্দিজীবনে সৃজিত 'চৈতালি ঘূর্নি' উপন্যাস প্রকাশের মধ্যদিয়ে যা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে। যদিও কারাবাস কালেই তাঁর উপলব্ধি-আর দলীয় রাজনীতি নয় — কারণ এ পথ তাঁর নয় সাহিত্য সাধনাই তাঁর অভীষ্ট।

এরপর একে একে রাইকমল, নীলকণ্ঠ, কবি, ধাত্রীদেবতা, মন্বন্তর, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র মত তাঁর অসংখ্য রসোত্তীর্ন ও বঙ্গের সমগ্র জীবনচিত্র অঙ্কিত সৃজন সমৃদ্ধ করেছে বাংলা সাহিত্যকে।

তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমদিকে সমালোচনা হত— লেখা বড়ই স্থুল-নাটকীয়তা বেশি। এমন সমালোচনায় মন তো খারাপ হতোই। তবু ভরসা করে একদিন নিজের দু'টি বই (রাইকমল ও ছলনাময়ী) পাঠালেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। সেটা তিরিশের দশকের কথা। যাহোক খুব তাড়াতাড়ি রবি ঠাকুরের প্রশংসাসূচক উত্তর চলে এল। উৎসাহিত তারাশঙ্কর সৌজন্যপ্রকাশে প্রত্যুত্তরে নিজের বিরুদ্ধে স্থুলদৃষ্টির অভিযোগটি তুললে কবিগুরু লিখেছিলেন — তোমার স্থুলদৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে, কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্মস্পর্শ আছে, আর তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয়। ...গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি তাদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি। লেখার অকৃত্রিমতাই দুরূহ।

আনন্দে উদ্বেল তারাশঙ্কর গেলেন কবিগুরুর সাথে দেখা করতে শান্তিনিকেতনে, আগেও একবার দেখা করতে গিয়েছিলেন অন্য কাজে। পরে ছোটগল্পের সংকলন 'জলসাঘর' বইটিও পাঠিয়েছিলেন গুরুদেবের কাছে। গুরুতর অসুস্থতার মুখেও সংকলনের 'রায়বাড়ি' গল্পটি কবি পড়তে পেরেছিলেন এবং পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

'আমার সাহিত্য জীবন' থেকে দেখা যায় পরে আরও একবার শান্তিনিকেতনে কবির সাথে দেখা করতে গেলে কবি তারাশঙ্করকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এত কাছাকাছি বাস করেও আরও ঘনঘন তিনি কেন শান্তিনিকেতনে আসেন না।

রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করের মধ্যে বড় কিছু সম্ভাবনার সন্ধান পেয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্তকরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সেই কথোপকথন কালে, কিন্তু তারাশঙ্করের অনিচ্ছা অনুধাবন করে আর অগ্রসর হননি। রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করের লেখা যে পছন্দ করেন তা জেনেও তারাশঙ্কর কবিগুরুর ঘনিষ্ঠ বলয়ে স্থান করে নিতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না, যেমন ব্যক্তিগত এই যোগাযোগ ও সান্নিধ্যকে তিনি কখনো তাঁর সাহিত্যিক যাত্রাপথের সুবিধার্থে ব্যবহারে মনযোগী হননি।

চন্ডীমন্ডপের সমাজের নীরব ভাঙ্গনের প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিঘাত প্রভাবিত তারাশংকরের সাহিত্যে বারবার এসেছে সেই ভাঙ্গন প্রক্রিয়ার এক শ্রেণীনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু মরমী চিত্রন। তাঁর রচনায় এসেছে লোকায়ত সংস্কৃতির কেন্দ্রভুমি বীরভূম অঞ্চলের সাধারন মানুষেরকথা — বৈষ্ণব,তান্ত্রিক, সাঁওতাল, আউলিয়া, বাউল, বেদে, বাজিকর প্রভৃতি যাদের জীবন ও যাপন কিঞ্চিৎ রহস্যেঘেরা তাদের কথাও এসেছে তাঁর সাহিত্যে, তাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ও প্রত্যক্ষ করার সুযোগে। তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন মূমুর্ষু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙ্গন, পুরোনো একটা যুগের বিলীয়মানতা ও নতুন যুগের আগমনের পদধ্বনি — নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন,বিদায়ী পুরাতন ও নবীন আগন্তুকের সংঘাত ও মিথষ্ক্রিয়া। এই নবজীবনের আগমনের দ্যোতনা যেন সুপরিস্ফুট ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'আরোগ্য নিকেতন'-এও। এ উপন্যাসেরও উপজীব্য নতুন পুরাতন ধ্যানধারণার মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত-আধুনিক চিকিৎসকের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এবং প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রতীত বর্ষীয়ান বৈদ্যের রক্ষনশীল মানসের সংঘাত।

অনেকে অবশ্য তার সাহিত্যে জাতীয় জীবনে শিল্পায়নের ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবনে খামতির উল্লেখ করেন। বংশানুক্রমিক জমিদারির শরিক তারাশংকরের মন হয়ত স্বতস্ফুর্ত সমর্থন না দিতে পারলেও জমিদারী প্রথার ক্রমবিলীয়মানতায় নব শিল্পায়নের আবহে শিল্পপতিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রতিপত্তি এবং ব্যাপকতায় গ্রামীন সমাজেও দ্রুত ও ব্যাপক রূপান্তরে তিনি জমিদারির আয়ে অন্নে জীবনধারণে ছিলেন তীব্র বিরোধী। সেজন্য লাভপুরের জমিদারবাড়ি— বাস এর স্বাচ্ছন্দ্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে কোলকাতায় বিভিন্ন অঞ্চলে স্বল্প ভাড়ার ঘরে প্রথমে একা পরে সপরিবারে কোনক্রমে দিন কাটিয়ে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন অসম্ভব এক জেদ ও ধৈর্যে— লিখেই সংসার প্রতিপালনের লক্ষ্যে। সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে অনেক অপমান অবহেলা ও আর্থিক দৈন্যের শিকার হলেও পরবর্তীকালে নিরলস সাহিত্য সাধনার মাধ্যমেই অনেক পুরস্কার, সম্মান স্বীকৃতি লাভের মত সফল হন লক্ষ্মীলাভেও — সর্বার্থেই প্রতিষ্ঠিত হন। পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমি থেকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পদ্মভুষণ। ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিলেন তাসখন্দে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে। হয়েছিলেন ফ্যাসীবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সভাপতি — মনোনীত হয়েছিলেন রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য, রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্যও। তাঁর গল্প উপন্যাস অবলম্বনে অন্তত চল্লিশটি চলচ্চিত্র নির্মান হয়েছে।

জীবন জিজ্ঞাসায় প্রতিনিয়ত তাড়িত তারাশঙ্করের মৃত্যু ভাবনাই ছিল জীবন জিজ্ঞাসার মুখ্য বিষয়।

১৯৭১ এর ১৪ই সেপ্টেম্বর রাতে আকস্মিক মৃত্যু এসে হানা দিয়ে নিয়ে গেল না ফেরার দেশে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অভিযুক্তকে ধরতে অভিযানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত ৪ পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার চোপড়াতেই। চোপড়া এলাকার ত্রাস 'জেসিবি' ও তার দলের কয়েকজন গ্রেপ্তার হওয়ার পরও চোপড়ায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য কমেনি বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে চোপড়ার আমতলা এলাকায় এক অভিযুক্তকে ধরতে অভিযান করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। ওই অভিযুক্ত ও তার পরিবারের সদস্যদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত ৪ জন পুলিশকর্মী। অভিযান মাঝপথেই বন্ধ রেখে আসামিকে ছেড়েই কোনও রকমে এলাকা থেকে পালিয়ে বাঁচেন পুলিশ ফোর্স। আহত পুলিশকর্মীদের প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরবর্তীতে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পর বিরাট পুলিশ ফোর্স ও র‍্যাফ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালায়। ওই বাড়ির সকল সদস্য তার আগেই গা ঢাকা দিয়েছেন। পুলিশ হামলাকারীদের সন্ধানে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার আমতলা এলাকায় দিল মহম্মদের বাড়িতে পুলিশ রেড করতে গিয়েছিল। দিল মহম্মদ ও তার ছেলে মেজর আলমের বিরুদ্ধে কিডন্যাপ সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। রাতে পুলিশ ফোর্স নির্দিষ্ট বাড়িতে ঢোকামাত্রই পুলিশের ওপরে আক্রমণ করে পরিবারের লোকজন। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ওই পরিবারের সদস্যরা ভোজালি, কাটারি, তরোয়াল নিয়ে বাড়ির চারদিক থেকেই পুলিশকর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হন একাধিক পুলিশ কর্মী। এসআই দেবাশিস পোদ্দার, এএসআই পবিত্র কুন্ডু সহ দুই পুলিশ কনস্টেবল গুরুতর আহত হন। পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়িও। আহত অবস্থাতেই পুলিশকর্মীরা কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে এলাকা থেকে পালান। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরবর্তীতে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে পাঠানো হয়। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী।

নুরুল ইসলাম নামে এক গ্রামবাসী জানিয়েছেন, 'গতকাল গভীর রাতে দিল মহম্মদের বাড়িতে পুলিশ এসে তার ছেলেকে গ্রেপ্তার করতে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশকে বাধা দেয় দিল মহম্মদের পরিবারের সদস্যরা। পুলিশকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চালক সহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়। আমরা এই ঘটনায় আতঙ্কে আছি কারণ ওদের জন্য পুলিশ আমাদের ওপর এখন এসে অত্যাচার করবে।' পাশাপাশি যারা পুলিশের ওপর হামলা চালিয়েছে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

আকবর আলি নামে অপর এক গ্রামবাসী জানিয়েছেন, 'মেজর আলমের বিরুদ্ধে অপহরণের কেস ছিল। সেই কেসে গতকাল রাতে মেজর আলমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এসেছিল। ফলে তাদের পরিবারের সঙ্গে পুলিশের গণ্ডগোল হয় সেই ঘটনায় পুলিশকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তাদের পরিবার। পুলিশ সকাল থেকে এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, 'ঘটনার খবর পেয়েছি। ওই এলাকায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুরনো কেস ছিল তাকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে। আমরা চাই যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তারা দ্রুত ধরা পড়বে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই।'

এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই দিল মহম্মদের ছেলে মেজর আলম, মেয়ে কাসমিরা ও ভাই হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও দিল মহম্মদ পলাতক। পুলিশ এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। ওই বাড়ি থেকে পুলিশ কিছু ধারালো অস্ত্রও উদ্ধার করেছে।

এ ঘটনায় ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল রাতে এক দুষ্কৃতীকে ধরতে পুলিশ ওই এলাকার একটি বাড়িতে যায়। হঠাৎ পুলিশের ওপর দুষ্কৃতীরা পুলিশের ওপরে আক্রমণ চালায়। ঘটনায় ২ জন আহত হয়েছেন। তাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা অনেকটাই সুস্থ আছেন। পরবর্তীতে অতিরিক্ত পুলিশ ওই এলাকায় গিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। ইতিমধ্যেই ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষোভ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁর বামনপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গড় আবাদ এলাকায়। উন্নত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার জন্য গত দিন দশেক আগে সাধারণ বৈদ্যুতিক তার কেটে কেবেল তার লাগাতে যান বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। ইলেকট্রিক পোস্ট থেকে সাধারণ বৈদ্যুতিক তার কেটে কেবল তার যখনই লাগাতে যায় তখনই ওই এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য আলাউদ্দিন ঘরামি, ফকির ঘরামি সহ বেশ কয়েকজন ওই বৈদ্যুতিক পোস্টে কেবল তার লাগাতে বাধা দেন বলে দাবি। তাঁরা দাবি করেন, তাঁদের জায়গার ওপর থেকে বিদ্যুৎ দপ্তর জোর করে বৈদ্যুতিক খুঁটি বসিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করেছে। তাই তাঁরা ওই বৈদ্যুতিক খুঁটি দিয়ে কেবল তার লাগাতে দেবে না। এরপর থেকে ওই এলাকায় দিন দশেক ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। বিদ্যুৎ না থাকার ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে ওই এলাকার কুড়িটি পরিবারের শতাধিক মানুষ। রাতের ঘুম বন্ধ হয়েছে, পড়াশোনা চুলোয় উঠেছে পড়ুয়াদের, ব্যাপক সমস্যায় সাধারণ মানুষ। এলাকায় বিদ্যুতের দাবিতে বিদ্যুৎহীন পরিবারের সদস্যরা এদিন গড়আবাদ এলাকায় বিক্ষোভ দেখান।

তাঁদের দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিব মানুষদের জন্য কাজ করছেন। তথচ তাঁর দলের কর্মীরাই বিদ্যুতের কেবল লাগাতে দিচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের দাবি, এই সমস্যা থেকে তাঁদের মুক্ত করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিলে উপকৃত হবেন। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের হুশিয়ারি, সমস্যা না মিটলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

পূজালী পৌরসভা
পূর্ব নিশ্চিন্তপুর, পূজালী, দক্ষিন ২৪ পরগণা, কোলকাতা ঃ ৭০০১৩৮
বিজ্ঞাপ্তি
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শহরী PMAY HFA(U) অধীনে নির্মিত গৃহ নির্মান প্রকল্পের (২০২১-২২) অর্থবর্ষের সামাজিক নিরীক্ষন প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই প্রক্রিয়ার যোগদান করে গৃহপ্রকল্পটির শুষ্ট, সফলভাবে রূপায়নে সহযোগিতা করার জন্য। s/d(Tapas Biswas), Chairperson
Pujali Municipality

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

ক্লাস চলাকালীন ছাত্রীকে ডেকে চাকুতে গলা কাটার অভিযোগ প্রাক্তন ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ক্লাস চলাকালীন এক ছাত্রীকে ডেকে চাকু দিয়ে গলা কাটার অভিযোগ উঠল প্রাক্তন ছাত্রের বিরুদ্ধে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই হামলাকারী ওই প্রাক্তনী চাকু দিয়ে নিজের গলা কেটেও আত্মহত্যার চেষ্টা চালান বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার দুপুরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানভবনের এমন হামলার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকেই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। দু'জনেরই অবস্থার সংকটজনক বলে জানিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র সিসি ক্যামেরা মজুত এবং নিরাপত্তা কর্মী থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে একজন প্রাক্তনী অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারল সে ব্যাপারেও বিস্তর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এই ঘটনার পর পরে তদন্তে আছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ছাত্রীর বাড়ি অসমে। তিনি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অংক বিভাগের স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় বর্ষে পাঠরত। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই মেস ভাড়া করেই থাকেন ওই ছাত্রী। হামলাকারী প্রাক্তনী ফিজিক্স নিয়ে কয়েক বছর আগেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর বাড়ি মালদা রতুয়া থানার সম্বলপুর এলাকায়।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সম্পর্কের টানা পড়ে নিজেরেই ছাত্রীর ওপর হামলা এবং নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন প্রাক্তন ওই পড়ুয়া। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কর্মী তথা প্রত্যক্ষদর্শী সুমিতা সরকার বলেন, 'ঘটনার সময় আমি বিজ্ঞানভবন দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই সময় দেখি এক যুবক অপর এক ছাত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন এরপরই হঠাৎ চাকু নিয়ে গলায় কোপান ওই ছাত্রীর। সেখানে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ওই ছাত্রী। এরপরই ওই যুবক নিজের গলা কাটেন। এই দৃশ্য দেখে আমি চিৎকার শুরু করে দিই। আমার চিৎকার শুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারা ছুটে আসেন। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিজস্ব অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে তাই আহতদের সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ডেপুটি রেজিস্টার রাজীব পুতুতুন্ডু বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে। একজন ছাত্রী জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাশাপাশি একজন প্রাক্তন ছাত্র জখম হয়েছে বলে শুনেছি। ঠিক কী কারণে ঘটনা তা এখনও জানা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো নেই। বাকি বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।'

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই হয়তো এই হামলার ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। ওই ছাত্রীর সঙ্গে অভিযুক্ত প্রাক্তন পড়ুয়ার সম্পর্ক ছিল। বর্তমানে সেই সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

টাকি রোড়ের পাশে আবার গাছ লাগানোর অঙ্গীকার কর্মাধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: রাজ্য সড়ক ১ তথা টাকি রোড় সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর গাছ কাটা পড়েছিল। পিডব্লিউডির অনুমতি নিয়ে টাকি রোড়ের ধারে আবার হাজার হাজার গাছ লাগানোর অঙ্গীকার করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। বৃহস্পতিবার দেগঙ্গা ব্লকের বনমহোৎসব সপ্তাহ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ছিল। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এমনই অঙ্গীকার করেন ফারহাদ। তিনি বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ওপর জোর দিয়েছেন। 'একটি গাছ একটি প্রাণ' এই স্লোগানের পরিবর্তন হয়েছে। এখন একটি গাছ মানে লক্ষাধিক প্রাণ। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা উত্তর ২৪ পরগনা জুড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়েছি। পাশাপাশি রোপণ করা বৃক্ষগুলির পরিচর্যা করে বড় করে তোলা ও যেসব বৃক্ষ আছে সেগুলির রক্ষা করাও আমাদের সকলের নৈতিক কর্তব্য। তাই আমাদের সকলকে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে।'

এদিন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি র‍্যালি হয়। পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে গাছ বিতরণ ও কয়েকশো গাছ লাগানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে একেএম ফারহাদ ছাড়াও দেগঙ্গা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আনিসুর রহমান সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি তৃণমূল নেতা কর্মীরা।

গাইঘাটা কৃষক বাজারে দালাল চক্রের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটা কৃষক বাজারে দালাল চক্রের অভিযোগ। সঠিক দাম না পাওয়ায় চাষিদের কৃষক বাজারের গেট বন্ধ করে দিলেন চাষিরা, দালালরাজ বন্ধ করতে কমিটি গঠন প্রশানের। দালালরাজের জন্য কৃষক বাজারে ঢুকছেন না বড় ব্যবসায়ীরা। বাজারে সবজির দাম নির্ধারণ করছে দালালরা। এমন অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার কৃষক বাজারে। অভিযোগ তুলছেন চাষিরা এবং তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব ও কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকে।

বৃহস্পতিবার সকালে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃষক বাজারে তার প্রতিবাদ করা হয় এবং কয়েকজনকে বাজার থেকে তাড়া করে বের করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন গাইঘাটা থানার পুলিশ এবং পুলিশের স্পেশাল ফোর্স। দফায় দফায় অশান্তি হয় পাইকারদের সঙ্গে চাষিদের। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ জানানো হয়েছে এই কৃষক বাজার থেকে ভেন্ডার সমিতির নামে বিল ছাপিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে। বড় ব্যবসায়ীরা ঢুকতে পারছেন না বাজারে।

চাষিদের দাবি, বাজারে কাঁচামাল নিয়ে আসলে সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না। কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করছে এক অংশের ভেন্দাররা। দালাল চক্রের অভিযোগ তুলছেন কৃষকরা। সঠিক দাম না পেয়ে ক্ষুদ্র কৃষকরা বন্ধ করে দিল কৃষক বাজার। দীর্ঘ প্রায় দু ঘণ্টা ধরে বন্ধ থাকার পর পুলিশের আশ্বাসে গেট খোলা হয় কৃষক বাজারের। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশায় দিয়েছেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক কুমার দাস। গাইঘাটা কৃষক বাজারের দালালরাজ বন্ধ করতে কমিটি গঠন প্রশাসনের।

উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়ায় অবস্থিত গাইঘাটা কৃষক বাজারে সবজি বিক্রি করতে এসে সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না কৃষকরা। এই বাজারের দালালরাজ চলছে বলে অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সকালে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বাজারে আসা চাষিরা। তারপরেই দেখা গেল দালালরাজ বন্ধ করতে উদ্যোগ নিল প্রশাসন। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সূত্র খবর, এদিন বিকেলে গাটাঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে চাষি এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচি ও গাইঘাটার বিডিও নিলাদ্রি সরকার।

সেখানে চাষিদের অভিযোগ শোনা হয়। অভিযোগ শুনে কৃষক বাজারের দালালরাজ বন্ধ করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকার জানান, ১৬ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা যাতে সুষ্ঠু ভাবে বাজার চলে সেটা দেখবেন। কয়েকজন দালালের নাম তাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে বিষয়েও দেখা হবে। পরের হাটে যাতে চাষি এবং ব্যবসায়ীদের কোনও ধরনের অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে দেখার জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে।

মেদিনীপুর পুরসভায় সাফাই কর্মীদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মেদিনীপুর পুরসভার গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন সাফাই কর্মীরা। সাফাই কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা কাজ করলেও তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়নি। বারবার আন্দোলন করার পর পুর কর্তৃপক্ষ শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই বৃহস্পতিবার থেকে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সাফাই কর্মীদের এই আন্দোলনের ফলে জঞ্জাল সাফ না হওয়ায় মেদিনীপুর পুরসভার বিভিন্ন এলাকা অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে।

সাফাই কর্মীদের দাবি, সকাল থেকে আন্দোলন চললেও বিকেল পর্যন্ত পুর কর্তৃপক্ষের কেউ এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেননি। বেতন বৃদ্ধির কোনও সুরাহা না হলে তাঁদের এই আন্দোলন চলবে বলে পুরসভার সাফাই কর্মীরা জানিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank)
শাখা : কলকাতা মেন
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৬.০৫.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী শোভনলাল শ্বাহা, পিতা প্রয়াত হরেন্দ্রলাল শ্বাহা (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতি তৃণা শ্বাহা, স্বামী শ্রী শোভনলাল শ্বাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪০,৯৭,৯৪৫ টাকা (চল্লিশ লাখ সাতানব্বই হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ টাকা) টাকা ১৪.০২.২০২৪ থেকে সুদ সহ কার্যকর মতে** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন ২৫.০৭.২০২৪ তারিখে।
ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **৪০,৯৭,৯৪৫ টাকা (চল্লিশ লাখ সাতানব্বই হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ টাকা) টাকা** ১৪.০২.২০২৪ থেকে সুদ সহ কার্যকর মতে আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :

বিবরণ/অ্যাড/নং	সীমাক্ষেত্র	মালিক/বন্ধকদাতা
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট রাজেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪, ৩য় তল, হোল্ডিং নং ১৬১, পি এন চ্যাটার্জি রোড, অমরাবতী, পো : সোদপুর, পিন : ৭০০১১০, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : সোদপুর, জেএল নং ০৮, আরএস দাগ নং ৩৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৫২, ওয়ার্ড নং ১৭, পানিহাটি পুরসভা অধীন, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।	**উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া অমরাবতী রোড, **পূর্বে :** অন্যান্যর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** কল্যাণী অ্যাপার্টমেন্ট	**শ্রী শোভনলাল শ্বাহা এবং শ্রীমতি তৃণা শ্বাহা**

তারিখ : ২৫.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা
স্বা/- (দীপক কুমার দে)
সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
রেজি অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩ ,
CIN NO U67190MH2008PLC187552

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) মোতাবেক)

যেহেতু, অনুমোদিত অফিসার টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৫ এপ্রিল ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নে বর্ণিত নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে, কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড** এর নিকট পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	উত্তরদায়ী(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম	পরিমাণ এবং দাবি নোটিশের তারিখ	দখলের তারিখ
১	**লোন নং ৭৬৩৯০৪১** এবং নতুন লোন নং **টিসিএফএল এ ০৫৪০০০০ ০১১০৫৭৫ ৮৭**	১) মেসার্স হোটেল আদিত্য ইন্টারন্যাশনাল ২০৮/১, রাজা রামমোহন রায় রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০০৮; ২) মেসার্স হোটেল আদিত্য ইন্টারন্যাশনাল, ওল্ড দিঘা, শিবালয় রোড, মদের দোকানের নিকট, পো : দিঘা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ : ৭২১৪২৮; ৩) শ্রী অশোক সিনহা, অবনী অর্কিড, ১৮৬এ,রাজা রামমোহন রায় রোড, ফ্ল্যাট : ৪এফ, ৫ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০০৪১; ৪) শ্রীমতি মহুয়া সিনহা, অবনী অর্কিড, ১৮৬এ, রাজা রামমোহন রায় রোড, ফ্ল্যাট ৪এফ, ৫ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০০৪১।	**৭৭,৩৯,৬৯১.০০ টাকা (সাতাত্তর লাখ উনচল্লিশ হাজার ছশো একানব্বই টাকা) এবং ১৫ এপ্রিল ২০২৪**	২৩.০৭.২০২৪

সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ২ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত একটি ২(দোতলা) তলা ভবন ঢাকা এরিয়া ৮০.২২৫ বর্গমিটার একতলায় এবং ঢাকা এরিয়া ৭১.১৪ বর্গমিটার দোতলায় মোট ১৫১.৩৬৫ বর্গ মিটার সমপরিমাণ ১৬২৮ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আর এস দাগ নং ৪২০, আরএস খতিয়ান নং ৯১, মৌজা : সিরিটি, জেএল নং ১১, আরএস নং ১৮৬, তৌজি নং ৩, প্রেমিসেস নং ২০৮/১ রাজা রামমোহন রায় রোড, ডাক ঠিকানা : ১৪২/৯/১ রাজা রামমোহন রায় রোড, নেতাজি সড়ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ পিন কোড : ৭০০০০৮, ওয়ার্ড নং ১২১ কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : পূর্বতন শ্রী এন আর বসু মজুমদারের জমি, দক্ষিণে : শ্রী সুদেব বসুর জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : নেতাজি সড়ক।

তারিখ : ২৬.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

এসবিআই মোহনপুর শাখা (১৫২৭৪)
গ্রাম এবং পোস্ট - মোহনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১৪৩৬, ইমেল : sbi.15274@sbi.co.in

রুল-৮(১) পরিশিষ্ট - ৯
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৭.০৫.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা ক) **শ্রী গৌরাঙ্গ নায়ক,** পিতা মৃত্যুঞ্জয় নায়ক, গ্রাম - বাগদা, পো. বাগদা, থানা - মোহনপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৪৩৬ **খ) শ্রী স্বরুপম পরিছা, পিতা শক্তি কিংকর পরিছা,** গ্রাম - মোহনপুর, পো. মোহনপুর, থানা - মোহনপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১৪৩৬ **গ) শ্রী অমিতাভ আচার্য,** পিতা ভাস্কর আচার্য, গ্রাম - বোরিয়া, পো. বোরিয়া, থানা - মোহনপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৪৫৭, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৬,৮৩,৫০৮.০০ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার পাঁচশ আট টাকা) টাকা ০৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৪৬,৮৩,৫০৮.০০ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার পাঁচশ আট টাকা) টাকা ০৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তপশিল
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : বাগদা, জেএল নং ৩৯২, খতিয়ান নং ৮১৯, প্লট নং ১৪৩৫, এরিয়া : ০৪ ডেসিমেল (অংশ ০.০৬৫২), শ্রেণি : বাস্তু,দলিল নং ১-১১৬ তারিখ ১৭.০১.১৯৯৫।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী গৌরাঙ্গ নায়ক, পিতা প্রয়াত মৃত্যুঞ্জয় নায়ক, গ্রাম : বাগদা, পো : বাগদা, থানা : মোহনপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নিজ জমি এবং পিডব্লুডি; **দক্ষিণে :** প্রবীর জানা; **পূর্বে :** হরিপদ জানা এবং প্রবীর জানা; **পশ্চিমে :** নিজ জমি (গৌরাঙ্গ নায়ক)।

তারিখ - ২৪.০৭.২০২৪
স্থান - মোহনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, ৯কে, জি টি রোড, হুগলি - ৭১২২৩৩, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

A/c No. 31115114179, 37296568641 এবং 39217867617

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ২৪.০৫.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী বিপুল বর্মন, ৩য় তল, নির্মল অ্যাপার্টমেন্ট, ১০১, অরবিন্দ পার্ক, ব্লক এ+বি+সি, মনসা মন্দিরের নিকট, (সেন্ট ক্লেয়ার স্কুল) পো. পূর্ব পুটিয়ারি, থানা - রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৯৩,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,২০,৭১৬ টাকা (বারো লাখ কুড়ি হাজার সাতশ যোলো টাকা) টাকা ২৪.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** পুঞ্জীভূত সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত। আপনি চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি উক্ত নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বালি, দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ,** নিকট বকেয়া **১২,২০,৭১৬ টাকা (বারো লাখ কুড়ি হাজার সাতশ যোলো টাকা) টাকা ২৪.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত উত্তর পশ্চিম দিকে ৩য়তলে, জি-৩ তলা **'নির্মল অ্যাপার্টমেন্ট'** নামে ভবনে, অবস্থিত বাঁশদ্রোণী (নিধু পার্ক), জেএল নং ৪৫, দাগ নং ১১১, খতিয়ান নং ২০০, কেএমসি প্লট নং ২৮, প্রেমিসেস নং ১০১, অরবিন্দ পার্ক, ব্লক এ-বি-সি, কলকাতা : ৭০০০৯৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১১৪ অধীন, থানা : রিজেন্ট পার্ক, এডিএসআর টি অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্রে, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ৩৩ এবং ৩২; **দক্ষিণে :** প্লট নং ২৬; **পূর্বে :** ১২ চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** প্লট নং ২৯। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী বিপুল বর্মন,** উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৩৪২৯ -২০১০ সালের, সিডি ভল্যুম নং ৯, পৃষ্ঠা ৩৪৪০ থেকে ৩৪৬৬,নথিভুক্ত বুক নং ১, এআরএ -১, কলকাতা।

তারিখ - ২৫.০৭.২০২৪
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড
রেজিঃ অফিস : "বৈভব" ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ-০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২
ই-মেল: smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

বিজ্ঞপ্তি

১. এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড (দ্য 'কোম্পানি') -এর সদস্যদের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে ৩১ আগস্ট ২০২৪ তারিখ শনিবার বেলা ১১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ভিসি)/ওএভিএম-এর মাধ্যমে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ)-এর ইসু করা জেনারেল সার্কুলার নম্বর ৯/২০২৩, ১০/২০২২, ০২/২০২২, ০২/২০২১, ২০/২০২০, ১৪/২০২০, ১৭/২০২০ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (অতঃপর যৌথভাবে "সার্কুলারস" হিসাবে উল্লেখিত) কর্তৃক ইসু করা সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোম্পানিকে একটি কমন ভেনু-তে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি না ঘটিয়ে (ভিসি)/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোম্পানির এজিএম অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে, ২৭ মে, ২০২৪ তারিখের এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্ত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য।
২. সার্কুলারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এজিএম-এর নোটিসের এবং ২০২৩-২০২৪-এর বার্ষিক রিপোর্টের ইলেকট্রনিক কপি সেই সমস্ত সদস্যকে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে নথিভুক্ত। এইসব কাগজপত্র এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com এবং সেন্ট্রাল ডিপজিটরিজ সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর ওয়েবসাইটে www.cdslindia.com। ই-মেল -এর মাধ্যমে এজিএমের নোটিস প্রেরণ **২৫ জুলাই ২০২৪** তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে।
৩. যে-সব সদস্য বাস্তবিক আকারে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে কাট-অফ ডেট (২৪ আগস্ট, ২০২৪) তারিখ মতো শেয়ার ধারণ করেন, তাঁরা তাঁদের ভোট সিডিএসএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের ('রিমোট ই-ভোটিং') মাধ্যমে এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্তমতো কার্যাদির উপর বৈদ্যুতিনভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে :
ক. এজিএম-এর নোটিসে বর্ণিতমতো কার্যাদি নিষ্পন্ন করা যাবে এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে;
খ. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ২৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখ (সকাল ১০টায়);
গ. রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত হবে ৩০ আগস্ট ২০২৪ তারিখ (বিকেল ৫টায়);
ঘ. এজিএমে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের উপযুক্ততা নির্ধারণের কাট-অফ ডেট হবে ২৪ আগস্ট ২০২৪;
ঙ. রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে ৩০ আগস্ট ২০২৪ বিকেল ৫টার পর;
চ. কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং সদস্য হয়েছেন এজিএম -এর নোটিস প্রেরণের পরবর্তীকালে এবং শেয়ার ধারণ করেন কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ২৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখ মতো, তাঁরা লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন mdpldc@yahoo.com -তে অনুরোধ পাঠিয়ে। অবশ্য যদি কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিং -এর জন্য সিডিএসএল-এ ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড হন, তবে বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড তাঁদের ভোটদানের জন্য ব্যবহার করা যাবে;
ছ. সদস্যরা অবহিত হবেন যে, ক) রিমোট ই-ভোটিং মডিউল সিডিএসএল কর্তৃক নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে ৩০ আগস্ট ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫.০০টায়, কোনও ভোট যদি সদস্য দ্বারা কোনও প্রস্তাবের ওপর একবার দেওয়া হয়, তবে সেই সদস্যকে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে না; খ) এজিএম চলাকালীনও ভোটিং-এর সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম -এ উপস্থিত সেইসব সদস্য যাঁরা প্রস্তাবের ওপর তাঁদের ভোট দেননি এবং তা দেওয়ার জন্য অন্যভাবে নিষিদ্ধ নন, তাঁরা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন; গ) এজিএম -এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাঁদের ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরাও এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাঁরা ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না; এবং ঘ) কেবল সেইসব ব্যক্তি সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ ডেট মতো নথিভুক্ত আছে, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং -এর সুবিধা বা এজিএম -এ ই-ভোটিং -এর সুযোগ পাবেন।
জ. ডিমেটিরিয়ালাইজ পদ্ধতিতে, বা ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য এবং সেইসব সদস্য যাঁরা তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্ট্রি করেননি তাঁদের রিমোট ভোটিং -এর পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া আছে। বিস্তারিত বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এইসব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সদস্যদের দেখতে বলা হচ্ছে www.smifscap.com ।
ঝ. যে-সব সদস্য তাঁদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্ট্রি করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে স্ব-স্ব ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার করিয়ে নিতে। বাস্তবিকভাবে শেয়ারের অধিকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১ -এর কাছে হালনাগাদ করিয়ে নিতে। এঁদের ফোন নং ০৩৩-২২৪৮২২৪৮, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৪৮৪৭৮৭, mdpldc@yahoo.com ৪১তম এজিএম-এর নোটিস-সহ বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪-এর কপি পাওয়ার জন্য, রিমোট ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলি এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য।
ঞ. ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে সদস্যরা এখানে লিখতে পারেন শ্রী অর্ঘ্য মজুমদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, সিডিএসএল, ইউনিট নং এ১(২) এবং এ১(৩), ব্লক, ২য় তল, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ অথবা ই-মেল পাঠাতে পারেন এখানে ArghyaM@cdslindia.com বা যোগাযোগ করুন ৯১৯৮৩০০৮২২৯১ এই ফোন নম্বরে। প্রশ্নগুলি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এও পাঠানো যেতে পারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(পুনম ভাটিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি কাম কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬ জুলাই ২০২৪

‘রিকাউন্টিং হলে ১০ হাজারের বেশি ভোটে অরূপকান্তি দিগার জিতবেন’

দাবি শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রিকাউন্টিং হলে ১০ হাজারের বেশি ভোটে অরূপকান্তি দিগার জিতবেন বলে দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার আরামবাগ বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষকে দেখতে রাতে তাঁর আরামবাগের বাসভবনে যান রাজ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বেশ কিছুদিন ধরেই জেলা সভাপতি হার্টের সমস্যায় ভুগছেন। কয়েকদিন আগেই তিনি মণিপাল হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। যদিও মণিপাল থেকে ফেরার পর তিনি কিছুটা হলেও সুস্থ আছেন। বুধবার শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে দেখতে আসেন।

বিমান ঘোষের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদ মাধ্যমকে তিনি জানান, তাঁদের নেতা অসুস্থ সেই কারণেই তিনি তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক বিষয় নেই। লোকসভার ফল প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, ‘আরামবাগ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগারকে পরিকল্পনা করে হারানো হয়েছে। কোর্টে মামলা চলছে। মামলার দিনও পড়ে গিয়েছে। ৬ মাসের মধ্যে এই মামলার নিষ্পত্তি হবে। আরামবাগের বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগারকে হারানো হয়েছে, হরিপাল বিধানসভায় হারানো হয়েছে, ভোটার সিট বদল করা হয়েছে। অরূপকান্তি দিগার নির্বাচনের মামলা করেছিলেন। রিকাউন্টিং হলে ১০ হাজারের বেশি ভোটে অরূপকান্তি দিগার জিতবেন।’

তবে খানাকুলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, শুধু খানাকুল নয়, হুগলি জেলা সহ গোটা রাজ্যেই তৃণমূলের ৩-৪টি করে গোষ্ঠী রয়েছে। খানাকুল তো সর্বজনবিদিত। সকালে একটা মিছিল হলে বিকেলে একটি মিছিল হয়। আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে মারামারির ঘটনা হয়। ভাবাদিঘি প্রসঙ্গে দাবি করেন, কোনও কাজই তৃণমূলের আমলে এখানে হবে না, তাই এই জট কাটেনি। ভাবাদিঘি থেকে শুরু করে ৬১টা রেল প্রকল্পের জমি রাজ্য সরকার দেয়নি। একটাও রেল প্রজেক্ট পশ্চিমবঙ্গে হবে না।

তিনি বিজেপির বিধায়কদের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে জানান, পরাজিত হওয়ার পর কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে সবাই ঐক্যবদ্ধ আছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ও গোঘাটের বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক কোনও বিরোধী মন্তব্য করেননি। তাঁরা বিধানসভায় রয়েছেন। তাই আরামবাগে নেই। তিনি এও দাবি করেন, ‘কোচবিহারে ভারতীয় জনতা পার্টির মুসলিম নেত্রীকে উলঙ্গ করে দেড় কিলোমিটার দিনের বেলায় রাস্তায় হাঁটিয়েছে। চোপড়া, আড়িয়াদহের যে ছবি, পাশেই জগৎবল্লভপুরে যে ভাবে বয়স্ক মহিলার মাথা কামিয়েছে চুরির অপরাধে। এটা সভ্য সমাজ কি? এরা কি পশ্চিমবঙ্গের নারীদের নিরাপত্তা দিতে পারছেন? খুব অবাক হয়ে যাই, পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে রাজ্যপালের ভাষণ হয় না বিধানসভার অধিবেশনে।’

হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় আলুর দাম না কমার দাবি ক্রেতাদের

কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বারবার হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার পরও কিছুতেই আলুর দাম কমছে না বলে দাবি। যে যার মতো ক্রেতাদের কাছ থেকে আলুর দাম নিচ্ছে বলে অভিযোগ। পাইকারি বাজারে আলুর দর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেও দাবি ইংরেজবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজার কর্তৃপক্ষের। অথচ মালদার বিভিন্ন খুচরো বাজারগুলিতেই আলুর দাম নিয়েই ব্যাপক কালোবাজারি অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে এবারে কড়া পদক্ষেপ করার কথা জানিয়ে দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আরও একবার মালদা জেলার হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলুর মূল্য বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। হিমঘরের নির্দিষ্ট আলু রাখা ব্যবস্থা এবং বাজারে কী ভাবে সহায়ক মূল্যে আলু সরবরাহ হচ্ছে সে ব্যাপারেও এদিন আলোচনা করা হয়। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে রীতিমতো কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

উল্লেখ্য, মালদা শহরের বিভিন্ন খুচরো বাজারে কোথাও ৩৫ টাকা কিলো, আবার কোথাও ৩৬ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে আলু। অথচ ইংরেজবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজারে গেলে সেই আলুর দর অনেকটাই কম মিলছে বলেও ক্রেতাদের অভিযোগ। একেক বাজারে একেক রকম আলুর দাম নিয়েও রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়েছে প্রশাসন। আলুর দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইতিমধ্যে টাস্কফোর্স গঠন করেছেন জেলাশাসক নীতির সিংহানিয়া। টাস্কফোর্সের কর্তারা মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন খুচরো বাজারে অভিযান চালানোর সময় আলুর দর সাময়িক ভাবে কমে যাচ্ছে। পরবর্তীতে আবারও আলুর দর নিয়ে চলছে কালোবাজারি বলে অভিযোগ।

মালদা শহরের সদরঘাট এলাকার একাংশ আলু বিক্রেতার দাবি, পাইকারি বাজারে আলুর দাম চড়া হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। আর সেই দামে আলু কিনে সামান্য লাভ রেখেই খুচরো বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে। যেখানে প্রশাসনের অভিযান চালানোর দরকার, সেখানে চালানো হচ্ছে না। খুচরো বিক্রেতারা পাইকারি বাজারের যেমন দরে পাচ্ছে, সেই হিসাবে আলু কিনে সামান্য লাভে বিক্রি করছে। মালদা হিমঘর সমিতির এক সদস্য বিকাশ কুন্ডুর দাবি, ‘জেলা প্রশাসনের কর্তারা এদিন হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলুর দাম বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা প্রশাসনের নির্দেশ মেনেই প্রয়োজনীয় কাজ করার কথা জানিয়েছি।’

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রকারেই হোক আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এদিন হিমগড় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। আলু কেনা এবং সরবরাহ করার ক্ষেত্রে দামের যে ফারাক রয়েছে, সেটা স্বাভাবিক করতে হবে। এসব বিষয়ে হিমঘর কর্তৃপক্ষগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও আলোর কালোবাজারি হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি সুফল বাংলার মাধ্যমে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমান গাড়িতেও সহায়ক মূল্যে আলু বিক্রির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’

ফের দুর্নীতিতে অভিযুক্ত ভূমি সংস্কার দপ্তর ক্ষোভ কুড়মিদের

ভুল স্বীকার আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দুর্নীতির আঁতুড়ঘর হিসাবে উল্লেখ করে ভূমি সংস্কার দপ্তরকে বারেবারে সতর্ক করেছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই সতর্কতার পরেও হাল যে এতটুকুও বদলায়নি তার প্রমাণ মিলল বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকে। সেখানে জমির মিউটেশন সহ যাবতীয় কাজের জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে। ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার পর আন্দোলনে নামে কুড়মি সমাজ। চাপে পড়ে ঘটনার জন্য ভুল স্বীকার করেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক।

বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের ভূমি সংস্কার দপ্তরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল। এবার সেই দুর্নীতির শিকার হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার কুড়মি সমাজের লোকজন। স্থানীয় কুড়মি সমাজের লোকজনের দাবি ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে কোনও পরিষেবা নিতে গেলেই আধিকারিকদের টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে মিউটেশন, কনাভার্সন বা অন্য কোনও কাজ হয় না। সম্প্রতি এক ব্যক্তি ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তরে জমির মিউটেশনের কাজ করাতে গেলে তাঁর কাছে এক রাজস্ব আধিকারিক ২০০ টাকা দাবি করেন। এক মুহুরীর ইউপিআই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ওই ২০০ টাকা ঘুষ হিসাবে নেন ওই রাজস্ব আধিকারিক। বিষয়টি ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিকের নজরে আনলে তিনি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে দপ্তরের বাইরে মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলেন।

এই ঘটনার পরই ওই দপ্তরের সমস্ত আধিকারিক দুর্নীতিতে যুক্ত দাবি করে কুড়মি সমাজের লোকজন প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অবিলম্বে ভূমি সংস্কার দপ্তরের হাল বদল না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে কুড়মি সমাজ। ভূমি সংস্কার দপ্তরের অভিযুক্ত আধিকারিক অভিযোগের কথা কার্যত স্বীকার করেন। তাঁর স্বীকারোক্তি, তিনি প্রথম ও শেষ বারের জন্য ওই ভুল কাজ করে ফেলেছেন।

রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের। ঘটনায় দীর্ঘক্ষণের জন্য আটকে পড়ে রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে যান চলাচল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের কর্মকর্তারা। অবশেষে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে স্বাভাবিকভাবে পরিস্থিতি শুরু হয় যান চলাচল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের অন্তর্গত আমজাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীতলা মোড় এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, লক্ষীতলা মোড় থেকে ধর্মডাঙা পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার মাটির রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। রাস্তার কারণে গ্রামবাসীদের চলাফেরা করতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। তাঁদের সমস্যা আরও দ্বিগুণ আকার নেয় বর্ষার সময়। নানা সময়ে এই রাস্তাটি পাকা করার জন্য প্রশাসনের নজরে বিষয়টি আনলেও কোনও লাভ হয়নি। তাই এদিন গ্রামের লোকেরা তপন-করদহ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

এ বিষয়ে ধর্মডাঙা এলাকার বাসিন্দা

সুমন্ত রায় বলেন, ‘রাস্তার সমস্যার কারণে এলাকার পড়ুয়ারা ঠিকঠাক এই সময় স্কুল যেতে পারে না। পাশাপাশি অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে আমাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। অথচ বারবার এই রাস্তাটি সংস্কার করার দাবি জানা হলেও কোনও লাভ হয়নি।’

এ বিষয়ে ভূদেব রায় নামে পথ অবরোধে সামিল আর এক গ্রামবাসী বলেন, ‘২০২১- ২০২৪ এই সময়ের মধ্যে আমরা নানা সময়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি! রাস্তার কাজ করা হবে বলে আমাদের বারবার আশ্বস্ত করা হয়েছে। কিন্তু আজও এই রাস্তা পাকা করা হয়নি। তাই এদিন আমরা পথ অবরোধে সামিল হয়েছি।’

বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে আহত শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আবারও খবরের শিরোনামে সেই চাপড়া। খেলতে গিয়ে ফেটে আহত হল এক শিশু। আহত শিশুটির নাম মুসাব্বির শেখ। বয়স ৯ বছর। তার বাড়ি চাপড়া থানার দুর্গাপুর এলাকার জলঙ্গি নদীর ধারে। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি পরিত্যক্ত জায়গায় বোমা রাখা ছিল। বল ভেবে বোমাটি হাতে করে নিয়ে চলে আসে বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনে তার বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছিল সেই সময় হঠাৎই বোমাটি ফেটে এই শিশুটি আহত হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাকে চাপড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে জেলা শক্তিনগর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। ঘটনার পর খবর দেওয়া হয় চাপড়া থানায়। চাপড়া থানার পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। কোথা থেকে কী ভাবে ওই বোমাটি ওখানে এল তার সম্পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে চাপড়া থানার পুলিশ। যদিও এ বিষয়ে নদিয়া উত্তর বিজেপির মুখপাত্র সন্দীপ মজুমদার দাবি করেন, গোটা রাজ্য বোমা-বারুদে ভর্তি। এই কেন্দ্র থেকেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন মহুয়া মৈত্র। এদিকেই বোঝা যায় কারা কী জন্য বোমা মজুত রেখে ছিল। নির্বাচনের আগে থেকে এসব চলছে। এখন মজুত রাখা বোমা সেগুলো ফাটা শুরু করেছে আর তাতে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু। যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে চাপড়া ব্লক তৃণমূল নেতা জেবের শেখের দাবি, ‘এই ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই। বিজেপি মিথ্যা নাটক শুরু করেছে। আমরা চাই পুলিশ তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।’

বেহাল রাস্তা সংস্কারে ওরা, আমরার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বেহাল রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রেও ওরা, আমরার অভিযোগ। তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার বেহাল রাস্তা সংস্কার করা হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে। এলাকার সবাই বিজেপি বলেই বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। তাই তিনি তার পঞ্চায়েতের ভাতার টাকায় রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করেছেন। জাহান্নগর পঞ্চায়েতের

নির্বাচিত সদস্যরা। বিগত দশ বছর ধরে অবহেলিত হয়ে আছে বিজেপি প্রবাহিত এলাকার কাঁচা রাস্তাগুলো। ভরা বর্ষায় কাঁচা রাস্তার অবস্থা আরও বেহাল হয়েছে। এবার সেই কারণেই নিজেদের ভাতার টাকায় বেহাল রাস্তা মেরামতি শুরু করেছেন বিজেপি সদস্যরা। পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহান্নগর গ্রাম এলাকার বেহাল রাস্তা নিয়ে ওরা, আমরা-র রাজনীতি শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার জাহান্নগর অঞ্চলের দ্বীপেরমাঠ এলাকায় বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন বিজেপি সদস্যা দীপা সর্দার। এদিন গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় দেড়শো মিটার রাস্তায় ইট মোরাম ফেলা হয়। ওই সদস্যার দাবি, দশ বছরের নির্বাচিত সদস্য তিনি। এখানের বেহাল রাস্তা সংস্কারে তৃণমূল প্রধান কোনও উদ্যোগ নেননি। যার ফলে মাগনপুরের বিজেপি সদস্য সন্তোষ দাসও তাঁর নিজের ভাতার টাকায় রাস্তা সংস্কার করেছেন।

এবিষয়ে বিজেপির আর এক পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বনাথ গুঁই তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়ে দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের এলাকার রাস্তা বেহাল। চলাফেরার যোগ্য নয় সেই রাস্তা। টোটো ভাড়া করলে গ্রামে ঢুকতে চায় না। এছাড়াও রাস্তার বেহাল দশা দেখে চারচাকাও ঢুকতে চায় না। ওই রাস্তা দিয়েই পড়ুয়ারা স্কুল কলেজে যায়। পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি বলে তার অভিযোগ। নির্বাচনের সময় গলাভরা প্রতিশ্রুতি মিললেও তা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। সব থেকে বড় সমস্যায় পড়তে হয় বর্ষার সময়। বৃষ্টির জলে ওই রাস্তা আরও বেহাল হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান মৃণালকান্তি দেবনাথের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ফের তালাবন্ধ ইসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর ঘরে লক্ষাধিক টাকার সোনার

গয়না সহ নগদ চুরি, আতঙ্ক এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: খনি অঞ্চল অণ্ডাল পাণ্ডবেশ্বর ও লাউদোহা এলাকায় তালাবন্ধ ঘরে চুরির ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও বেশ কয়েকবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা এলাকায় তালাবন্ধ ঘরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। যদিও আজও পর্যন্ত চুরির কোনও কিনারা হয়নি বলে স্থানীয়রা জানান। তবে প্রশাসনের তরফে বারবার সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তালাবন্ধ ঘর না রেখে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল বিভিন্নভাবে।

বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের চন্দ্রডাঙা ঘোষ পাড়ার বাসিন্দা পাঁচুগোপাল ঘোষের তালাবন্ধ বাড়িতে চুরির ঘটনা সামনে আসে। পাঁচুগোপালবাবু, ইসিএলের অবসরপ্রাপ্তকর্মী। গত দু’দিন আগে তিনি তাঁর ছেলের বাড়ি ঝাঁঝরা কলোনির ইসিএলের আবাসনে গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে মিঠুন ঘোষও বর্তমানে ইসিএল কর্মী। তাঁর পুত্রবধূর শারীরিক অসুস্থতার খবর নিতেই দু’দিন আগে গিয়েছিলেন পাঁচুগোপালবাবু ও তাঁর স্ত্রী। চন্দ্রডাঙা গ্রামের নিজস্ব বাড়িতে তালাবন্ধ করেই ছেলের বাড়িতে ছিলেন দু’দিন। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামের বাড়িতে এসে দেখেন সদর দরজার তালা যেমন ছিল তেমনই আছে কিন্তু ভেতরের ঘরের সমস্ত দরজার তালা ভাঙা, বাড়ির সমস্ত আলমারি ভাঙা লন্ডভন্ড আসবাবপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

পাঁচুগোপালবাবুর ছেলে মিঠুন ঘোষ জানান, বাড়িতে ছিল নগদ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। এর পাশাপাশি ছিল ৩০ লক্ষ টাকার মতো সোনার গয়নাও। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ। এত বিশাল অংকের টাকা এবং বিপুল পরিমাণ অর্থের সোনার গয়না দু’দিন ধরে তালার ওপর ভরসা করে বাড়ি ছেড়ে কী ভাবে ছিলেন পাঁচুগোপালবাবু? এটা নিয়েও ভাবার চেয়ে পুলিশকে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিষ্ণুপুরের ২ বাজারে আলুর দু’রকম রেট!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: প্রশাসনিক তৎপরতার পরেও কিছুতেই আলুর দাম স্বাভাবিক হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যদিও বুধবারের থেকে বিষ্ণুপুরের চকবাজারে আলুর দাম ১০ টাকা কম কেজি প্রতি ৪০ টাকা। সমস্যায় সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে বিষ্ণুপুরেই সুফল বাংলায় মিলছে ২৭ টাকা কেজি দরে আলু। বুধবারই পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী কমিটি তাদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে। স্বাভাবিক ভাবেই বাজারে আলুর দাম কম হওয়ার কথা। কিন্তু বিষ্ণুপুরের বাজারে একেবারেই ভিন্ন ছবি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিষ্ণুপুরের চকবাজারে ৪০ টাকা প্রতি কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে জানালেন ক্রেতা ও বিক্রেতারা।

সুফল বাংলায় যে সমস্ত মানুষেরা আসছেন তাঁরা স্বাভাবিক দামেই আলো পাচ্ছেন ২৭ টাকা প্রতি কিলো দরে। একদিকে যেমন চকবাজারে যে সমস্ত মানুষের আলু কিনছেন তাঁদের নাভিশ্বাস উঠছে, অন্যদিকে সুফল বাংলায় যাঁরা আলু কিনছেন, তাঁরা অনেকটাই সুরাহা পেয়েছেন।

বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আউশগ্রামে ফের বিজেপিতে বড়সর ভাঙন। এদিন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের রামনগর অঞ্চলে বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল ২৫০টি পরিবার। বৃহস্পতিবার বিকেলে ছোড়া আদিবাসী পাড়ার মাঠে বিজেপি ও সিপিএম থেকে আসা কর্মীদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামনগর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি আসগর শেখ, জেলা পরিষদের সদস্যা কৃষ্ণা বাগ সহ অঞ্চল নেতৃত্ব। ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন জানান, তাঁদের দলনেত্রী যে ভাবে মানুষের কথা ভেবে চলেছেন। যে ভাবে এলাকায় উন্নয়ন হচ্ছে। সেটা দেখে ওই মানুষগুলো তাদের দলে সামিল হয়েছেন। আগামী দিনে দিদির হাতকে শক্ত করতে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকে বিরোধী শূন্য হবে। যে ভাবে বিজেপি ও সিপিএম থেকে মানুষ তাদের পাশে আসছে আগামী দিনে বিরোধীদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে তাঁর দাবি।

এটিএম বসানোর নামে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার মহিলা সহ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: এটিএম বসানোর নামে ১২ লক্ষ টাকার প্রতারণা তিন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করল আসানসোলের বারাবানি থানার পুলিশ। বছরখানেক আগে মোবাইলে ফোন করে এটিএম বসানোর নামে ১২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বারাবনি থানার পানুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা চিন্তামণি চর। ঘটনার তদন্তে নেমে কলকাতার মধ্যমগ্রাম ও বাঁশদ্রোণী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে বারাবনি থানা পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৪০টি মোবাইল ফোন ও একটি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডিসি, ওয়েস্ট সন্দীপ কররা, এসিপি হীরাপুর ইপ্সিতা দত্ত, বারাবনি থানার অফিসার ইনচার্জ মনোরঞ্জন মণ্ডল। মধ্যমগ্রামের একটি কল সেন্টারের ছদ্মবেশে এই সাইবার জালিয়াতি করা হয়েছিল যেখান থেকে সে এটিএম বা মোবাইল টাওয়ার স্থাপন সহ বিভিন্ন কিছুর

প্রলোভন দেখিয়ে কল করে মানুষকে প্রলুব্ধ করত। এই চক্রের মূল চক্রী দুই মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ।

মূল পরিকল্পনাকারীর নাম শুভঙ্কর ব্রহ্মচারী। দুই মহিলার মধ্যে এক মহিলা শুভঙ্করের স্ত্রী মানসী পাল। অন্য এক মহিলার নাম মৌসুমী হাতি। মাস্টার মাইন্ডের বাড়ি কলকাতার বাঁশদ্রোণী থানা এলাকায় এবং তার অফিস ছিল মধ্যমগ্রাম এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আসানসোল আদালতের তোলা হলেন বিচারক ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জোড়া খুনে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের পর থেকেই উত্তপ্ত রানাঘাট থানার আনুলিয়া। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ রানাঘাট থানার আনুলিয়া মনসাতলা এলাকায় খুন হয় দুই যুবক এমনটাই সূত্রের খবর। ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে ওই দুই যুবককে। এমনটাই প্রাথমিক ভাবে হাসপাতাল এবং পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত দুই যুবকের নাম রূপক দাস, বয়স ৩৮ এবং সুমন চক্রবর্তী, বয়স ৪০। মৃত সুমন চক্রবর্তীর পরিবারের দাবি সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় খবর পেয়ে দেখে তাঁর ভাই এবং ভাইয়ের গাড়ির ড্রাইভারকে খুন করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা নির্বিকার বলে অভিযোগ করেছেন মৃতর আত্মীয়রা। যদিও ঘটনা কী ভাবে ঘটল, কারা এই ঘটনায় যুক্ত কেনই বা খুন করা হল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার

প্রশাসনিক বৈঠক, আকর্ষণ নিমাইতীর্থ ঘাটে গঙ্গারতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার হুগলির হরিপালে এক জরুরি প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি উলগানাথন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়, হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না, চাপদানি বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন সহ শ্রীরামপুর, চন্দননগরের মহকুমাশাসক। এছাড়াও এদিনের বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিল চাঁপদানি পুরসভা, তারকেশ্বর পুরসভা ও সিঙ্গুর, হরিপাল, তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা।

ইতিমধ্যেই গুরুপূর্ণিমা থেকে শুরু হয়েছে

শ্রাবণী মেলা। বহু পুণ্যার্থী বৈদ্যবাটি থেকে গঙ্গাজল বাঁকে করে নিয়ে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর মন্দিরে যায়। হাথরসের দুর্ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটনা না ঘটে, তার জন্য আগাম প্রস্তুতি হিসাবে এই প্রশাসনিক বৈঠক। এইবছর নতুন আকর্ষণ থাকছে বৈদ্যবাটি নিমাইতীর্থ ঘাটে গঙ্গা আরতি ও তারকেশ্বর শিবমন্দিরের পুজো আরতি সরাসরি দেখানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঙ্গাসাগরের মতো জনপ্রিয় মেলা হতে চলেছে এইবছর শ্রাবণী মেলা।

এই বৈঠকে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বললেন, শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার শ্রাবণী মেলায় প্রচুর ভিড় হয় সেই সব মাথায় রেখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভক্তদের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সেই জন্য। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সচিব হুগলির জেলাশাসক, পুলিশ সুপার বিধায়ক সহ পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েত প্রধানরা এবার বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে বৈদ্যবাটি নিমাইতীর্থ ঘাটে গঙ্গারতি এছাড়া যাতে পুণ্যার্থীরা তারকেশ্বর মন্দিরে ভালো ভাবে বাবার মাথায় জল ঢালতে পারে সেই ব্যবস্থাও থাকছে অনেক অ্যাম্বুল্যান্স থাকছে মেডিক্যাল ব্যবস্থা পানীয় জল। বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর এই রাস্তা ১৩টি পঞ্চায়েত পরছে পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েত থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে থাকছে কড়া নিরাপত্তা। এবার ৫০টি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা থেকে হাওড়া থেকে বালি হল্ট থেকে বর্ধমান থেকে বাসগুলি আসবে। থাকছে বায়ো টয়লেট প্রচুর সহ নানা ব্যবস্থা বিশেষ করে সোমবার সোমবার পুণ্যার্থীদের প্রচুর ভিড় হয় রেলকে বলা হয়েছে অনুরোধ করা হয়েছে এবার ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে।

কেজরির স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রতিবাদে নামছে ‘ইন্ডিয়া’

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই: আবগারি দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁকে রাখা হয়েছে তিহার জেলে। আম আদমি পার্টি থেকে বার বার দাবি করা হয়েছে, জেলে কেজরির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। এ বার সেই ইস্যুতেই এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদে নামছে বিরোধীদের জোট ‘ইন্ডিয়া’। আপের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, কেজরির স্বাস্থ্যের ইস্যুতে আগামী ৩০ জুলাই দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবাদে শামিল হবে ‘ইন্ডিয়া’।

কেজরির গ্রেপ্তারির পর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে একাধিক বার সরব হয়েছে আম আদমি পার্টি। তিহারে বন্দি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখিয়ে তারা দাবি করছে, গত ৩ জুন থেকে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে কেজরির রক্তে শর্করার পরিমাণ ২৬ বার কমে গিয়েছে। এমনকি বিজেপি জেলের মধ্যে কেজরিকে ‘খুনের চক্রান্ত’ চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছে আপ শিবির।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের আগে গত ২১ মার্চ আবগারি দুর্নীতির মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কেজরিওয়াল। সেই মামলায় তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু আবগারি দুর্নীতি সংক্রান্ত সিবিআইয়ের দায়ের করা অন্য একটি মামলাও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই মামলায় এখনও তিহাড়ে বন্দি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে সিবিআইয়ের ওই মামলার শুনানি ছিল। জেল থেকেই ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে কেজরিকে পেশ করা হয়েছিল এজলাসে। সিবিআইয়ের ওই মামলায় বিচারক আগামী ৮ অগস্ট পর্যন্ত তাঁর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ট্রাম্পের উপরে হামলায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্র সব রাজ্যকে ভিভিআইপি-দের নিরাপত্তা বাড়ানোর নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই: প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর প্রাণঘাতী হামলায় নড়চড়ে বসল কেন্দ্র। দেশের ‘হাই প্রোফাইল’ নেতা, মন্ত্রীদের নিরাপত্তায় বাড়তি সতর্কতা জারি হল। কেন্দ্রের তরফে এই বিষয়ে সবকটি রাজ্যকে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ভিভিআইপিদের নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। প্রয়োজনে নিরাপত্তা বাড়াতে হবে। বিশেষত মিছিল, মিটিং, সভাগুলিতে। গত ১৩ জুলাই পেনসিলভেনিয়াতে এক জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে তাঁর উপর গুলি চালায় ২০ বছর বয়সি এক যুবক। ট্রাম্পের কান ঘেঁষে চলে যায় গুলি। রক্তাক্ত হন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই ঘটনায় প্রশ্ন ওঠে, বিশ্বের তাবড় শক্তিধর দেশে ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা নিয়ে। সূত্রের খবর, এই ঘটনার পর ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা নিয়ে সব রাজ্যের ডিজিকে সতর্ক করেছে কেন্দ্র। এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা হয়েছে সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি এবং এনএসজিকে।

উল্লেখ্য, শুধু ট্রাম্পই নয়, সাম্প্রতিক অতীতে ২০২২ এর ৮ জুলাই জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে নিহত হন আততায়ীর গুলিতে। ওই বছর ৩ নভেম্বর দলীয় মিছিলের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান তিনি। ঠিক আগের মাসে (সেপ্টেম্বরে) হামলা হয় আর্জেন্টিনার ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা ফার্নান্ডেজের উপরে। ভিভিআইপিদের উপর একের পর এক হামলায় চিন্তিত কেন্দ্র। এই কারণেই সতর্কতা জারি হয়েছে।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওবামার সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা হ্যারিসের

ওয়াশিংটন, ২৫ জুলাই: আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের নাম ঘোষণা করার পর থেকে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে তাঁর কয়েক দফায় আলোচনা হয়েছে। দু’জনের আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারটি সূত্র থেকে এমন তথ্য জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, একান্ত আলাপচারিতায় কমলা হ্যারিসের প্রার্থী হওয়ায় পুরোপুরি সমর্থন জানিয়েছেন ওবামা। শীঘ্রই কমলাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমর্থন দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন তিনি। ওবামা কমলা হ্যারিসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। এখনও পর্যন্ত আমেরিকার প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে যাঁরা কমলা হ্যারিসকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেননি, তাঁদেরই একজন ওবামা। দলের অন্য নেতারা প্রকাশ্যে কমলা হ্যারিসকে সমর্থন জানালেও, ওবামা তা করেননি। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। তবে ওবামা আনুষ্ঠানিক সমর্থনের পরিকল্পনা করলেও, ঠিক কবে তিনি সমর্থন জানাবেন, তা নির্দিষ্ট করেনি উল্লেখ করেনি।

বৃহস্পতিবার নেপালের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার হল। বিমান ভেঙে পড়ার কারণ, কোথায় গলদ ছিল, এ সব খতিয়ে দেখতে একটি তদন্তকারী কমিটিও গঠন করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সেই ব্ল্যাক বক্স ইতিমধ্যেই সেই তদন্তকারী কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে বিমানবন্দর সূত্রে খবর। নেপালের অসামরিক বিমাণ পরিবহণ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল হংসরাজ পাণ্ডে জানিয়েছেন, শৌর্য এয়ারলাইন্সের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাক বক্স তদন্তকারী দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারাই যা পদক্ষেপ করার করবে। চার সদস্যের যে তদন্তকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে, ৪৫ দিনের মধ্যে দুর্ঘটনার কারণ সংক্রান্ত তথ্য দিতে বলা হয়েছে তাদের।

সাত জঙ্গি ঢুকেছে পঞ্জাবের পাঠানকোটে

পাঠানকোট, ২৫ জুলাই: পঞ্জাবের পাঠানকোটে আবারও বড়সড় কোনও হামলার ছক কষছে জঙ্গিরা। সাত জঙ্গি ঢুকে পড়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই পাঠানকোটে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে পুলিশ। সন্দেহভাজন ওই জঙ্গিদের পায়ের ছাপও পাওয়া গিয়েছে পাঠানকোটের একটি ফাংটোলি গ্রামে। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহর জুড়ে।

ঘটনাচক্রে, এই পাঠানকোটেই বায়ুসেনা ঘাঁটি রয়েছে। সেই বায়ুসেনা ঘাঁটিতেই ২০১৬ সালের ২ জানুয়ারি হামলা চালিয়েছিল চার জঙ্গি। সেই ঘটনায় চার জঙ্গিকে নিকেশ করেছিল সেনা। আবারও সেই পাঠানকোটে সাত জঙ্গির অনুপ্রবেশের খবর পেতেই সেনা এবং পুলিশের যৌথবাহিনী চিরুনিতল্লাশি শুরু করেছে। জঙ্গিদের ছবি প্রকাশও করা হয়েছে পুলিশের তরফে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানিয়েছে, ফাংটোলি গ্রামে সন্দেহভাজন কয়েক জনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয়েরা।

চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করল পুলিশ

গ্রামবাসীদের কাছে জলও খেতে চেয়েছিল তারা। স্থানীয়েরাই পুলিশকে খবর দেয়। তার পরই ফাংটোলি গ্রাম-সহ গোটা পাঠানকোট জুড়ে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সীমা দেবী নামে এক গ্রামবাসীর দাবি, কাছেরই জঙ্গল থেকে কয়েক জন তাঁর বাড়িতে এসে জল খেতে চায়। তাদের মধ্যে এক জন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কি বাড়িতে একা থাকেন? জল খেয়েই আবার তারা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। সন্দেহ হওয়ায় সীমা দেবী স্থানীয় থানায় বিষয়টি জানান।

সীমা দেবীর বাড়ির কাছেই বেশ কয়েক জনের জুতোর ছাপও মিলেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সেই পায়ের ছাপ ধরেই জঙ্গিদের দিশা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেনা এবং পুলিশের যৌথবাহিনী জঙ্গিদের খোঁজ চালাচ্ছে।

চালু হল না মৈত্রী এক্সপ্রেস: চার দিন বন্ধ থাকার পর বুধবারই পেট্রাপোল দিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি শুরু হলেও, দু’দেশের মধ্যে যাতায়াতকারী মৈত্রী এক্সপ্রেস চালু হল না। বৃহস্পতিবার ভারতীয় রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ২৭ জুলাই, শনিবার কলকাতা থেকে ঢাকাগামী এবং ঢাকা থেকে কলকাতাগামী মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিলই থাকবে। বাংলাদেশের বার্তার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে রেল জানিয়েছে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার কথা ছিল ১৩১০৮ কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেসের। এই দিনই ঢাকা থেকে রওনা হওয়ার কথা ছিল ১৩১১০ ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেসের। ওই ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। কলকাতার বিশেষ টিকিট কাউন্টারে টিকিটের দাম ফেরত দেওয়া হবে যাত্রীদের।

মেঘ-ভাঙা বৃষ্টিতে ধস হিমাচলে বন্ধ লেহ-মানালি সড়ক

ধরমশালা, ২৫ জুলাই: হিমাচলের কুলু জেলায় মেঘ-ভাঙা বৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৩ নং জাতীয় সড়কের একাংশ। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। পালচানের কাছে ধস নেমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক রাস্তা। বেশ কয়েকটি জায়গার সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

৩ নং জাতীয় সড়কের ধুন্ধি থেকে পালচান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রাস্তার নাম লেহ-মানালি রোড। এখানকারই অঞ্জনি মহাদেব নালায় মেঘ-ভাঙা বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে ব্যাহত হয়েছে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বড় বড় পাথর নিচে পড়ে বেশ কিছু জায়গায় বন্ধ রাস্তা। কয়েকটি এলাকায় হড়পা বানের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হিমাচল প্রদেশ পুলিশ সূত্রে খবর, বিপদ এড়াতে এই পথে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। লাহুল এবং স্পিতি থেকে মানালিগামী গাড়িগুলিকে অটল টানেল-রোহতাং হয়ে মানালি পাঠানো হচ্ছে।

সূত্রের খবর, বুধবার রাতে রাজ্যে ৬০ টিরও বেশি ট্রান্সফর্মার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মান্ডি ও কাংড়া জেলায় বহু রাস্তা ধসের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি বাড়িও। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে এখনই সুনিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না।

আবহাওয়া দপ্তর বলছে, এখনই থামছে না বৃষ্টি। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে আগামী ২৮ জুলাই পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। পুলিশের তরফে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গাড়ি চালানোর সময়েও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ভবনের দুই হলের নাম বদল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই: মুঘল গার্ডেনের পরে এ বার রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হল এবং অশোক হলের নাম বদলে দিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ওই দুই ঐতিহ্যশালী কক্ষের নতুন নামকরণ করেছেন। দরবার হল হয়েছে ‘গণতন্ত্র মণ্ডপ’। অশোক হলের নতুন নাম ‘অশোক মণ্ডপ’।

রাষ্ট্রপতি ভবনের ঐতিহ্য মেনে দরবার হলে সমস্ত জাতীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়। অন্য দিকে অশোক হলটি মূলত একটি বলরুম। পূর্বতন ইউপিএ জমানা পর্যন্ত সেখানে প্রধানমন্ত্রী-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হত। এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ‘অমৃত মহোৎসবে’র সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের মুঘল গার্ডেনের নতুন নামকরণ হয়েছিল ‘অমৃত উদ্যান’।

দুই হলের নামবদল সম্পর্কে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘রাষ্ট্রপতি ভবন, ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং বাসভবন। এটি জাতীয় প্রতীক এবং জনগণের একটি অমূল্য ঐতিহ্য। রাষ্ট্রপতি ভবনের সঙ্গে আমজনতার সম্পর্ক নিবিড় করে তোলার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের পরিবেশে যাতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা।’ এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে বলে দাবি বিবৃতিতে।

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender Vide Nit No-WBMAD/ **CM/ELEC/NIT-2/24-25,Dt:- 25.07. 2024** for Flood Light Supply. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
Tender are invalid through offline Bid System under following. **1) NIT NO:- 05/ Ban GP/2024-25,/15th CFC. DATE:- 25.07.2024.** The last date for submission of all tender is **05.08.2024 up to 4.00pm** For details please visit office notice board.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 05/2024-2025, Publishing & Bid Submission Start Date: **24/07/2024 from 5.00 pm.,** Bid Submission Closing date: **02/08/2024 upto 12.00 pm,** Bid opening date: **05/08/2024 after 12.00 pm.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 75/2024-25 & Memo No.: 907, Date: 25.07.2024,** for **04 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **14.08.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ও-এসি-টি-১২০-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১২০-২৪-২৫। **কাজের নামঃ** ডিইএন/১/আসানসোলের অধীনে এসএসই/পি(ওয়ে)/বিআরআর-এর শাখায় ট্র্যাকের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৭,০৬,৯৩৯.৩৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৯৪,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।
ASN-126/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১০১, পব
এনআইটি নং : ৫৬৮৫৭ তারিখ : ২৩.০৭.২০২৪
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস বাঁকুড়ার অধীন **বাঁকুড়া শাখা** প্রেমিসেসে সংস্কার (ফার্নিচার, ইলেক্ট্রিক্যাল, ডেটা কেবলিং এবং এয়ার কন্ডিশনিং) কাজের জন্য উপযুক্ত ডাকদাতাদের কাছ থেকে অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশের বিস্তারিতর জন্য দেখুন ওয়েবপেজ **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/বা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** ।
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **১৩.০৮.২০২৪ বিকেল ৩টা** পর্যন্ত।
রিজিওনাল হেড
রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/SWM/NIT-9/2024-25** for Supply and delivery at site of Ten numbers of four wheeled Trailers with compartments for SWM project of Krishnanagar Municipality. & **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/AMRUT/NIT-15/7TH CALL/2022-23** for Construction of New Park beside Kadamtala Immersion Ghat at Ward No-22 under AMRUT within Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender Id: 2024_MAD_721811_1 & 2024_MAD_721919_1.**
Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

E-Tender Notice
E-Tender is being invited for the Civil Works, detail of which is available on: **http://wbtenders.gov.in**. Tender Ref. **No-01/ R-II GP/ 2024-25 & 02/ R-II GP/ 2024-25**. Bid submission date from **25-07-2024 (18.00 hours) up to 02-08-2024 (18.00 hours).** Technical Bid open date is **05-08-2024 (11.00 hours).** GP- Radharghat-II, Block-Berhamore Dev. Block, Dist- Murshidabad.
Sd/- Prodhan
Radharghat-II G.P.

Bondul-1 Gram Panchayat
Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman
NOTICE INVITING E-TENDER
E-NIT NO:-01/BON-1/2024-25,02,03,04, DTD:-23/07/2024 (15TH CFC UNTIED/15TH TIED) 17 NOS. OF COVER DRAIN WORKS & 1 NO SOLAR SUBMARSIBLE WORK IS HEREBY INVITED BY THE PRODHAN, BONDUL-1 GP FROM BONAFIED & ELIGIBLE RESOURCEFULL AGENCY. LAST DATE OF ONLINE BID SUBMISSION AT E-TENDER PORTAL **09/08/2024 UP TO 11.00A.M.** FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT AT GP OFFICE OR MAY VISIT **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

Mallickpur Gram Panchayet
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 31 Nos. scheme vide **NIT No: (134,135,136 & 137)/MGP/24-25, Date: 25.07.2024** under 15th FC and 5th SFC Tied and Untied. Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date : **25.07.2024 from 16:00 PM** and Closing date (Online) : **03.08.2024 upto 5:00PM.** Tender opening date (Online) : **06.08.2024 at 01:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in Tender id: 2024_ZPHD_721686_(1 to 9), 2024_ZPHD_721737_(1 to 6), 2024_ZPHD_721771_(1 to 9), 2024_ZPHD_721800_(1 to 7)** & also available at undersigned G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Mallickpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং ০৩এইচডব্লুএইচকন।। অফ ২০২৪-২৫ (টেন্ডার নং ০৩এইচডব্লুএইচকন।। অফ ২০২৪-২৫) (ওপেন টেন্ডার ইন টু প্যাকেট সিস্টেম) ফর ই-টেন্ডারিং ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কনস্ট্রাকশন-II/ পূর্ব রেলওয়ে/ হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট, (২য় তল), রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক যথেষ্ট অভিজ্ঞ, আর্থিক সক্ষমতাসম্পন্ন এবং যথাযথ এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ ও নিম্নলিখিত কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদারদের নিকট থেকে ই-টেন্ডারিং-এর জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** বিষ্ণুপুর (সহ) - ময়নাপুর (ব্যতীত) এবং আরামবাগ (সহ) - গোঘাট (ব্যতীত)-এর মধ্যে ইআই/পিআই সুবিধা রাখার জন্য বিদ্যমান স্টেশন বিল্ডিংগুলিতে নির্মাণ/ আধুনিকীকরণ, এসপি/এসএসপি নির্মাণ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ সম্পাদন, তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর নতুন বিজি লাইন-এর পরিপ্রেক্ষিতে গোঘাট (সহ) থেকে ময়নাপুর (সহ)-এর মধ্যবর্তী শাখার সফল সূচনার জন্য যা প্রয়োজন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১১,৬৭,৫৮,৪১০.৪৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭,৩৩,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬ (ছয়) মাস। **খোলার তারিখ ঃ** ১২.০৮.২০২৪। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নথি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী তৎসহ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা শর্তাবলি ইত্যাদি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
CON-45/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata – 700144
E-TENDER
Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Supplier/Contractor for Supply fitting fixing of LED light(30W,90W,120W) at different wards under this ULB under Green city Mission vide **WBMAD/ULB/BM/NIT-09(e)/2024-25**, last date: **19.08.2024 up to 12 noon.**
Sd/- Executive Officer,
Baruipur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার নম্বর ঃ টি-পাব-জিআরসি-২০২৪-৩৮৮, **তারিখ** ২৫.০৭.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, দঃপূঃরেলওয়ে, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখের দুপুর ৩টার আগে জমা করতে হবে এবং দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/সেটলমেন্ট/গার্ডেনরীচ-এর অধীনে নর্থ কলোনী, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচে বিল্ডিং নং ১৯, ২০, ২১-এর আবাসিক কোয়ার্টারের বারান্দার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৭,৪১,৭১৪.৫৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৭৪,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ২১.০৮.২০২৪। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১০ (দশ) মাস। টেন্ডার শিডিউলে কোনও পরিবর্তন, সংশোধনী, শুদ্ধিকরণ, যদি থাকে, কেবলমাত্র ই-টেন্ডার পোর্টালে পাওয়া যাবে এবং পুনরায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/ মাপকাঠির জন্য আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www. ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইন বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখবেন। হেল্পডেস্ক যোগাযোগের নম্বর ০৩৩- ২৪৫০-৩৭৮৩। (PR-420)

Kurkuba Gram Panchayat
Galsi-II Panchayat Samity
Kurkuba, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-NIT No- KGP/NIT-03/2024-25, Dt-26/07/2024, e-Tender ID- 2024_ZPHD_721879_1
Bid Submission Start Dt. (Online) **26/07/2024 From 11:00 AM onwards.** Bid Submission Closing Dt. (Online) **02/08/2024 up to 11.00 AM.** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Kurkuba Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Percentage rate Tender invited vide **Niet No. 04/2024-25 with** vide **Memo No. 465/15th F.C/ KGP/ 24-25, Dated: 25/07/2024** by The Pradhan, Kashipur Gram Panchayet. Last Date of Application **03/08/2024 at upto 6.00 PM.** Interested contractors may visit Notice Board of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.
Sd/- Prodhan Kashipur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/132/24-25 Dated 25.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Manickpur , Naskarpara Maitri Sangha Club, at Ward Number 23,under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/133/24-25 Dated 25.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , at Chowhati D Block Primary School, Ward Number 23, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/134/24-25 Dated 25.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Narendrapur Police Station, Ward Number 27, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/135/24-25 Dated 25.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , at Dakshin Kumrakhali near Jamaluddin, Ward Number 27, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/136/24-25 Dated 25.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , at Dakshin Kumrakhali near Kishore Chakra Club, at Ward Number 27, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/137/24-25 Dated 25.07.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Ukhila Sonali Sibir Club Play Ground, at Ward Number 27,under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: **02.08.2024 at 11-00 hrs..** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে আবার সুবিধা পেয়ে গেল ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে আবার সুবিধা পেয়ে গেল ভারত। চোটের কারণে ছিটকে গেলেন শ্রীলঙ্কার বোলার নুয়ান থুসারা। বুধবার অনুশীলনে তাঁর বাঁ হাতের আঙুল ভেঙেছে। পরিবর্ত হিসাবে দিলশান মদুশঙ্ককে নেওয়া হয়েছে। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে শ্রীলঙ্কা দলের ম্যানেজার মাহিন্দা হালানগোদা জানিয়েছেন, থুসারার বাঁ হাতের আঙুল ভেঙেছে। তিনি বল করেন ডান হাতে। তবুও সিরিজ়ে খেলতে পারবেন না। এতটাই গুরুতর তাঁর চোট। বুধবার রাতে শ্রীলঙ্কা নৈশালোকে অনুশীলন করছিল। তখনই চোট পান থুসারা। ফিল্ডিং করতে গিয়ে বাঁ হাতের আঙুলে লাগে তাঁর। চলতি সিরিজ়ে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় বোলার হিসাবে ছিটকে গেলেন তিনি। বুধবারই দুষ্মন্ত চামিরার ছিটকে যাওয়ার খবর জানানো হয়েছিল। অসুস্থতার কারণে ছিটকে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে অসিতা ফার্নান্ডোকে।

এ বছর নিয়মিত ভাবে শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি দলের সদস্য থুসারা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলের অন্যতম সেরা বোলার ছিলেন তিনি। তিন ম্যাচে আট উইকেট নিয়েছিলেন। তার আগে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

দু'দলের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু ২৭ জুলাই। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হবে ২৮ জুলাই। তৃতীয় ম্যাচ ৩০ জুলাই। সব ম্যাচই হবে পাল্লেকেলে।

ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার আগে বিশেষ প্রস্তুতি অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ শুরু ২২ নভেম্বর। তার আগে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে স্টিভ স্মিথ, প্যাট কামিন্সদের। এই বছর ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। তার আগে বিশেষ প্রস্তুতি সেরে নিতে চাইছে তারা।

গত তিন বছর সাদা বলের ক্রিকেটের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। এক দিনের বিশ্বকাপ ছিল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হল। এই বছর লাল বলের ক্রিকেট হবে। অস্ট্রেলিয়া সেপ্টেম্বরে সাদা বলের ক্রিকেট খেলবে স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ২৯ সেপ্টেম্বর শেষ হবে কামিন্সদের ইংল্যান্ড সফর। অক্টোবরে তাঁদের কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ নেই। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে বলা হয়েছে। ৮ অক্টোবর থেকে শুরু শেফিল্ড শিল্ড। সেখানে খেলতে দেখা যাবে ট্রেভিস হেড, অ্যালেক্স ক্যারি, মিচেল স্টার্ক, জস হেজ়লেউডদের। লাল বলের ক্রিকেটে ওপেন করতে দেখা যাবে স্মিথকে। ডেভিড ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে ওপেন করেন। ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে অনুশীলন করে নিতে পারবেন স্মিথ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। সেটি শুরু ৪ নভেম্বর থেকে। সেই সময় শেফিল্ড শিল্ড চলবে। অস্ট্রেলিয়ার কিছু ক্রিকেটারকে ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যাবে না তাঁদের। ভারতের বিরুদ্ধে এই বছর পাঁচটি টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া। নতুন সূচি অনুযায়ী বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে এখন থেকে পাঁচটি করে ম্যাচ হবে।

এক দিনের ক্রিকেটে রেকর্ড ওমানের পেসার বিলালের, ভাঙলেন পাকিস্তানের শাহিনের নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেকর্ড বিলাল খানের। এক দিনের ক্রিকেটে রেকর্ড গড়লেন ওমানের এই পেসার। পাকিস্তানের জোরে বোলার শাহিন শাহ আফ্রিদির নজির ভাঙলেন তিনি। এক দিনের ক্রিকেটে পেসারদের মধ্যে দ্রুততম ১০০ উইকেটের মালিক হলেন বিলাল। পেশোয়ারে জন্ম হলেও ওমানের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেন বিলাল। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ১০ ওভারে ৫০ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি। এই ৩ উইকেটের ফলে এক দিনের ক্রিকেটে ১০১ উইকেটের মালিক হয়েছেন বিলাল। ৪৯টি ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েছেন তিনি।

এত দিন এই রেকর্ড ছিল শাহিনের দখলে। ১০০ উইকেট নিতে ৫১টি ম্যাচ নিয়েছিলেন তিনি। গত বছর ভারতের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই নজির গড়েছিলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক ৫২টি ম্যাচে ১০০ উইকেট নিয়েছিলেন। নিউ জ়ল্যান্ডের শেন বন্ড ও বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমান ৫৪টি ম্যাচে নিয়েছিলেন ১০০ উইকেট।

স্পিন ও পেস মিলিয়ে এক দিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ১০০ উইকেট নিয়েছেন নেপালের সন্দীপ লামিছানে। ৪২টি ম্যাচে ১০০ উইকেট নিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে আফগানিস্তানের রশিদ খান। তিনি ১০০ উইকেট নিয়েছেন ৪৪টি ম্যাচে। তিন নম্বরে রয়েছেন বিলাল।

ধোনির 'হেলিকপ্টার শট'-এর নতুন সংস্করণ আমেরিকায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সময় মহেন্দ্র সিংহ ধোনির 'হেলিকপ্টার শট' বিখ্যাত ছিল। ২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনালে ধোনির ম্যাচ জেতানো ছয়ের সেই 'হেলিকপ্টার শট' এখনও অনেকেই ভুলতে পারেননি। সেই শট এ বার দেখা গেল আমেরিকাতেও। মেজর লিগ ক্রিকেটের একটি ম্যাচে ধোনির কায়দায় 'হেলিকপ্টার শট' মারলেন রশিদ খান।

বুধবার রাতে এলিমিনেটরে মুখোমুখি হয়েছিল এমআই নিউ ইয়র্ক এবং টেক্সাস সুপার কিংস। সেই ম্যাচে টেক্সাসের ডোয়েন ব্রাভোর বলে 'হেলিকপ্টার শট'-এ ছয় মারেন রশিদ। তবে আফগানিস্তানের ব্যাটারের শটের ধরন ধোনির থেকে কিছুটা আলাদা।

'হেলিকপ্টার শট'-এর ক্ষেত্রে অফ স্টাম্পের সামনে পড়া ইয়র্কার লং-অন দিয়ে ছয় মারতেন ধোনি। সেই সময় ব্যাটটি হেলিকপ্টারের চাকার মতো ঘোরাতেন বলে ওই শটের নাম হয়ে যায় 'হেলিকপ্টার শট'। তবে ব্রাভোর বল অফ স্টাম্পের বাইরে হাফ ভলি ছিল। সে ক্ষেত্রেও ব্যাটটিকে হেলিকপ্টারের পাখার কায়দায় ঘুরিয়ে ছয় মারেন রশিদ।

এলিমিনেটরে মুম্বইয়ের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করেন রশিদই। ৩০ বলে ৫৫ রান করেন তিনি। পাশাপাশি মোনাঙ্ক পটেলের ৪৮ রানের সৌজন্যে ১৬৩/৮ তোলেন মুম্বই। তবে টেক্সাসের ব্যাটিংয়ের কাছে দাঁড়াতে পারেনি নিউ ইয়র্ক। প্রথম উইকেটেই ডেভন কনওয়ে (অপরাজিত ৫১) এবং ফাফ ডুপ্লেসি (৭২) তুলে দেন ১০১ রান। বাকি কাজ করে দেন অ্যারন হার্ডি (অপরাজিত ৪০)।

অলিম্পিক পদক থেকে দু'ধাপ দূরে তরুণদীপরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: যে অভাব এতদিন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, তা কি মিটবে? সকাল দেখে নাকি দিনের আঁচ পাওয়া যায়। তা যদি হয়, তা হলে বলতে হবে, স্বপ্নপূরণের ঠিক দু'ধাপ আগে দাঁড়িয়ে ভারতের আর্চারি টিম। দুপুরে মেয়েরা যা শুরু করেছিলেন, সন্ধেয় ছেলেরা তা-ই করে দেখালেন। বলা যায় মেয়েদের থেকে আরও ভালো পারফরম্যান্স দিলেন তিরন্দাজি টিমের ছেলেরা। মেয়েরা যেমন কোয়ার্টার ফাইনালে পা রেখেছেন, ছেলেরাও শেষ আটে জাঁকিয়ে বসেছেন। যদি সব অঙ্ক মেলানো যায়, তা হলে আর্চারি টিম ইভেন্ট থেকে অলিম্পিকের প্রথম পদক প্রাপ্তির খবর দিন কয়েকের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

মেয়েদের টিমে যেমন অঙ্কিতা ভকত, ছেলেদের টিমে তেমন ধীরজ বোম্মাডেভারা। আসলে মেয়েদের পারফরম্যান্স তাতিয়ে দিল ছেলেদেরও। ধীরজ, তরুণদীপ রাই, প্রবীণ যাদবরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধারাবাহিক ছিলেন। তবে ধারাবাহিকতার তুঙ্গে ছিলেন ধীরজ। নামের প্রতি সুবিচার করেছেন তিনি। এক একটা শটের জন্য় মনঃসংযোগ করেছেন, লক্ষ্যভেদও করেছেন। র‍্যাঙ্কিং ইভেন্টে চার নম্বরে শেষ করেছেন ধীরজ। তাঁর পয়েন্ট ৬৮১। তরুণদীপের পয়েন্ট ৬৭৪ আর প্রবীণের ৬৫৮। শুরুতে একটু নড়বড়ে দেখাচ্ছিল তরুণদীপ ও প্রবীণকে। কিন্তু যত সময় গড়িয়েছে, তত ম্যাচে ফিরেছেন তাঁরা। টিম ইভেন্টে ভারত শেষ করল তিন নম্বরে। অর্থাৎ শেষ আট যেমন নিশ্চিত, আর একটা ধাপ পেরোলেই পদকের খোঁজে নামতে পারবেন ভারতের ছেলেরা।

শেষ আটে ভারতের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া-তুরস্কের মধ্যে জয়ী টিম। এই ম্যাচ ভারত পার করতে পারলে ফ্রান্সের মুখে পড়তে হতে পারে। সেমিফাইনালে উঠে যদি ভারত হেরেও যায়, ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে নামবেন ধীরজ-তরুণদীপরা। আর তা জিতলে প্রথম বার পদকের স্বপ্নপূরণ হবে ভারতীয় আর্চারির। গত কয়েকটা অলিম্পিকে কখনওই পদকের স্বপ্ন শুরু থেকেই দেখাতে পারেননি ভারতের তিরন্দাজরা। এ বার ব্যতিক্রমী দেখাচ্ছে অঙ্কিতা-দীপিকা, তরুণদীপ-ধীরজদের। নতুন-পুরনো মিশেলই হয়তো এতদিনের অভাব মেটাবে।

পাঠচক্রকে হারিয়ে কলকাতা লিগের লড়াইয়ে ঢুকে পড়ল সাদা-কালো ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত তিন মরসুম কলকাতা লিগ জিতলেও এ বার শুরু থেকে তেমন ফর্মে দেখা যাচ্ছে না মহমেডান স্পোর্টিংকে। গত ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে ১-৩ গোলে হেরেছিল তারা। বৃহস্পতিবার আবার জয়ে ফিরল মহমেডান। পাঠচক্রকে ২-১ গোলে হারাল তারা। লিগের লড়াইয়ে আবার ঢুকে পড়ল সাদা-কালো ব্রিগেড।

পয়েন্ট তালিকার সকলের নীচে থাকা পাঠচক্রের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই দাপট ছিল মহমেডানের। সুযোগ তৈরি করতে শুরু করে তারা। ২০ মিনিটের মাথায় দলকে এগিয়ে দেন ইসরাফিল দিওয়ান। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে আরও সুযোগ পেলেও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি মহমেডান। ১-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় তারা।

প্রথমার্ধে সুযোগ নষ্টের খেসারত দ্বিতীয়ার্ধে দিতে হয় মহমেডানকে। ৪৯ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরায় পাঠচক্র। গোল করেন দেবাশিস হালদার। ম্যাচ জেতার জন্য মরিয়া ছিল মহমেডান। একের পর এক সুযোগ তৈরি করতে থাকে তারা। সময় ক্রমশ কমছিল। ৮৭ মিনিটের মাথায় ধাক্কা খায় মহমেডান। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় জেমস সিংহকে। ফলে ১০ জন হয়ে যায় মহমেডান।

যদিও হাল ছাড়েনি তারা। ১৪ মিনিট সংযুক্তি সময় দেওয়া হয়। ৯৩ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় মহমেডান। গোল করেন মহীতোষ রায়। আর গোল শোধ করতে পারেনি পাঠচক্র। ২-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে মহমেডান।

এই জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এলে মহমেডান। অর্থাৎ, সুপার সিক্সের লড়াইয়ে ঢুকে পড়ল তারা। সাত ম্যাচে মহমেডানের পয়েন্ট ১৩। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ডায়মন্ড হারবারের পয়েন্টও ১৩। তবে দু'ম্যাচ কম খেলেছে তারা। শীর্ষে সুরুচি সঙ্ঘ। সাত ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৬।

নাতাশা স্তানকোভিচের এক ইন্সটাগ্রাম পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানালেন হার্দিক পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঠিক এক সপ্তাহ আগে নাতাশা স্তানকোভিচের সঙ্গে বিচ্ছেদের খবর ঘোষণা করেন হার্দিক পান্ডিয়া । তারপর থেকে তাঁর জীবনে অনেক কিছু বদলে গিয়েছে। ভারতীয় টি-২০ টিমের নেতৃত্ব পাননি। বর্তমানে তিনি শ্রীলঙ্কায়। কিন্তু এই সফরে নেতৃত্বর পাশাপাশি ভাইস-ক্যাপ্টেন্সিও পাননি হার্দিক। তাঁর ব্যক্তিগত ও ক্রিকেট জীবন নিয়ে আলোচনা চলছেই। তারই মাঝে এ বার নাতাশা স্তানকোভিচের এক ইন্সটাগ্রাম পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানালেন হার্দিক পান্ডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় তা ভাইরাল হয়েছে।

ইন্সটাগ্রামে নাতাশা ছেলে অগস্ত্যকে নিয়ে ১০টি ছবি শেয়ার করেছেন। ক্যাপশনে একটি লাল হৃদয়ের ইমোজি দিয়েছেন। সেই ছবির প্রথম ২টি কমেন্টই হার্দিক পান্ডিয়ার। একটিতে তিনি এই তিনটি ইমোজি দেন। আর একটি কমেন্টে একটি লাল হৃদয়ের ইমোজি দেন। ছেলে অগস্ত্যকে নিয়ে ডাইনোসর থিম পার্কে গিয়েছিলেন নাতাশা। সেখানে একসঙ্গে সময় কাটানোর কিছু ছবিই নাতাশা ইন্সটাগ্রামে শেয়ার করেন।

হার্দিক ও নাতাশা এর আগে ডিভোর্সের খবর ঘোষণা করার সময় জানিয়েছিলেন, তাঁরা আলাদা হচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁদের ছেলে অগস্ত্যকে দু'জন মিলেই বড় করবেন। আর ৫ দিন পর অগস্ত্যর জন্মদিন। ৫-এ পা দেবে হার্দিক-নাতাশার ছেলে। এ বারের জন্মদিনটায় অগস্ত্য শুধু মায়ের সঙ্গই পাবে। কারণ বাবা হার্দিক তো শ্রীলঙ্কা সিরিজে ব্যস্ত থাকবেন। এবং ৩০ জুলাই রয়েছে ভারত ও শ্রীলঙ্কার তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ। এই টি-২০ সিরিজ শুরু হবে ২৭ জুলাই। দ্বিতীয় ম্যাচ ২৮ জুলাই। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে হার্দিক খেলবেন। কিন্তু ওডিআই সিরিজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**